হৃষিকেশ সাহা স্মৃতি
মেধা উৎসব ২০১৯
রবীন্দ্র ভবন, হল ২
৩রা অগাস্ট, সন্ধ্যে ৬টা থেকে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আমন্ত্রণপত্র পাওয়া যাচ্ছে আগরতলা শোরুমে

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 2 August 2019 ■ আগরতলা, ২ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ১৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজপথে পুলিশের রণসাজ, দিনভর উত্তেজনা, বাজেয়াপ্ত বেআইনী ই-রিক্সা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পয়লা আগস্ট থেকেই পারমিট বিহীন ই-রিক্সা চলাচল বন্ধ করতে পথে নেমেছে পরিবহণ দপ্তর ও ট্রাফিক পুলিশ। পারমিট বিহীন কোন ই রিক্সাকে চলাচল করতে দেওয়া হবে না বলে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক ও ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিক। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পরিবহণ দপ্তরের জারি করা ই রিক্সা সংক্রান্ত সার্কুলার কার্যকর করতে রাস্তায় নামল ট্রাফিক পুলিশ। বটতলা সহ বিভিন্ন সড়কে ট্রাফিক পুলিশ বেআইনি ই রিক্সাগুলি আটক করে তাদের হেপাজতে নিয়ে গেছে।

এ বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হলে পরিবহণ দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, সরকারিভাবে গত কয়েকদিন ধরেই পারমিট বিহীন ই রিক্সা রাস্তায় চলাচল না করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও পারমিট বিহীন ই রিক্সা রাস্তায় নামলে তাদের

বিরুদ্ধে সরকারি নির্দেশ অমান্য করার দায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া কোন পথ খোলা নেই। এ বিষয়ে কোন ধরনের আলোচনা থাকলে ই রিক্সা শ্রমিকরা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতেই পারে। দপ্তরের পক্ষে এ বিষয়ে কোন ধরনের সহানুভূতি দেখানোর সুযোগ নেই। পরিবহণ দপ্তরের ঐ কর্মকর্তা জানান, আগরতলা শহর এলাকায় প্রায় ৫ হাজার ই রিক্সা রয়েছে। এর মধ্যে বড়জোর ৫০০ ই রিক্সার পারমিট রয়েছে। বাকি সাড়ে চার হাজার ই রিক্সার পারমিট নেই। এমনকি এই সব ই রিক্সা কোন দিনই পারমিট পাবেনা। এর কারণ হিসেবে পরিবহণ দপ্তরের ঐ কর্মকর্তা বলেন, যেসব মডেলের ই রিক্সা বিক্রয়ের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাদের ই রিক্সার মডেলগুলোর সঙ্গে কোন মিল নেই।

মডেলগুলিতে সেসিস নম্বর সহ অন্যান্য বিষয় উল্লেখ থাকা বাধ্যতামূলক। পরিবহণ দপ্তরের অনুমতি ছাড়া যেসব ই রিক্সা ডিলাররা বিক্রি করেছে সেগুলির সেসিসে কোন ধরনের নম্বর নেই। স্বাভাবিক কারণেই সেগুলির বৈধ অনুমতি পাওয়া কোন দিনই সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হল নতুন করে ই রিক্সা ক্রয় করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ পরিবহণ দপ্তরে আবেদন করা। ট্রাফিক পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার যেহেতু পারমিট বিহীন ই রিক্সা চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে সেহেতু সরকারের নির্দেশ পালন করাই তাদের দায়িত্ব। পারমিট বিহীন কোন ই রিক্সা রাস্তায় চলাচল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে পথ দূর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু কলেজ ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল এমবিবি কলেজের এক ছাত্রের। তার নাম নীলোৎপল সিন্‌হা। বাড়ি খোয়াইয়ের দুর্গানগর এলাকায়। আগরতলা ভাড়া বাড়ি থেকে সকালে বাইক দিয়ে সে নিজ বাড়ি খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল।

রাজধানীর বৌদ্ধ মন্দির থেকে সার্কিট হাউসের দিকে যাবার পথে আসাম রাইফেলস ক্যাম্পের সামনে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় কলেজ পড়ুয়া ওই ছাত্র। দুর্ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে, ক্যাবল লাইনের কাজে নিযুক্ত লোকজনরা লাইনে কাজ করছিল। হঠাৎ তার নিচে পড়ে যায়। ঠিক সেই সময়ে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র নীলোৎপল সিন্‌হা বাইক নিয়ে সেখানে পৌঁছলে তার গলায় ক্যাবল লাইনের তার আটকে যায়। তাতে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে সে।

সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি ঘটনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াইয়ের দুর্গানগর থেকে ছুটে আসেন ধৃত কলেজ ছাত্র নীলোৎপল সিন্‌হার পরিবারের লোকজনরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, দুই অনুজের হাতে খুন অগ্রজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ভাইয়ের হাতেই ভাই খুন হলেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার দুপাতাছড়ায় বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটে নাগাদ ধানখেতে চারা রোপণের সময় পুলক চাকমাকে (৪৫) নৃশংসভাবে খুন করে শুদ্ধধন চাকমা (৩৫) ও গুণব্রত চাকমা(৩০)। তাদের পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

কাঞ্চনপুর থানার ওসি পরিতোষ দাস জানিয়েছেন, যৌথ সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুই পরিবারে ঝামেলা চলছিল। নিহত পুলক চাকমা সম্পর্কে শুদ্ধধন চাকমা ও গুণব্রত চাকমার জ্যেঠতুতো ভাই। পরিতোষবাবু জানান, ওই সম্পত্তি এখনও তাদের দাদুর নামেই নথিভুক্ত রয়েছে। ফলে, সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝামেলা হত। তিনি জানান, আজ দুপুর তিনটে নাগাদ শুদ্ধধন চাকমা ও গুণব্রত চাকমা ধানখেতে চারা রোপণ করছিল। ওইসময় পুলক চাকমা তাদের বাধা দেন। তখন তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কুড়োল দিয়ে পুলক চাকমাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুড়াইবাড়িতে আটক অবৈধ কয়লা বোঝাই ট্রাক-সহ চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১ আগস্ট।। মাঝে কয়েকদিন বিরতির পর ফের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানার অন্তর্গত ত্রিপুরা সীমান্তের চোরাইবাড়ি গেটে আটক হয়েছে অবৈধভাবে পাচারকৃত কয়লা বোঝাই ট্রাক। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে ট্রাকের চালক আজাদ হুসেন (২৫) নামের এক যুবককে।

চোরাইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ মিন্টু শীল জানান, বুধবার রাতে ত্রিপাল দিয়ে ঢাকা কয়লা বোঝাই এমএইচ ১৫ ইজি ৪৯৩৮ নম্বরের ট্রাকটি তাঁদের অভিযানে ধরা পড়েছে। কয়লাগুলির কোনও বৈধ নথিপত্র দর্শাতে না পারায় এর চালক কাছাড় জেলার কালাইন এলাকার কাটিগড়া সংলগ্ন রতনপুর গ্রামের জনৈক সিদ্দেক আলির বছর ২৫-এর ছেলে আজাদ হুসেনকে আটক করা হয়েছে। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে আসেন বাজারিছড়া থানার ওসি বিএন মালসেম থিক। পরে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে আজাদের বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ইনচার্জ মিন্টু শীল জানান, পুলিশি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বিজেপির সদস্য পদ সংগ্রহে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। সদস্য সংগ্রহে লক্ষ্যমাত্রার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে বিজেপির প্রদেশ কমিটি। এখন পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮০০ সদস্য সংগ্রহ হয়েছে। যেখানে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে ৫ লক্ষ। ফলে, ধারণা করা হচ্ছে, বিজেপি রাজ্যে সদস্য পদ সংগ্রহে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলার টাউন হল-এ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কমিটির এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের প্রদেশ সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সাংগঠনিক সভায় আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বর্তমান সময়ে রাজ্যে অফলাইনে দলের ১ লক্ষ ৮০ হাজার সদস্যপদ সংগ্রহ হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে সদস্য সংখ্যা হয়েছে ২,৬৬,৮০০। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে পাঁচ লক্ষ। বিজেপি প্রদেশ সভাপতি আশা প্রকাশ করে বলেন, এই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবেই।

তিনি বলেন, রাজ্যে বিজেপি ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্য রাজনৈতিক দল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদের অবস্থা এখন পরিযায়ী পাখির মতো। সময় মতো দিল্লি থেকে আসে, আবার কিছু সময় পর দিল্লি ফিরে যায়। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, কেউ কেউ তো বিদেশেও পাড়ি দেন। কিন্তু বিজেপি একটি স্থায়ী দল, বলেন তিনি।

বিপ্লব দেব বলেন, একসময় সিপিআইএম সমালোচনা করত মাত্র দুজন সাংসদের দল হল বিজেপি। সেই সমালোচনার উল্লেখ করে তাঁর দাবি, বিজেপি এখন আর আগের জায়গায় নেই। ২০১৫ সালের ৩ কোটি সদস্য সংখ্যা এখন বেড়ে ১১ কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে। বর্তমান সময়ে সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান শেষে এই সংখ্যা ১৩ কোটি পার হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর দাবি, বিজেপির সদস্য সংখ্যা ইউরোপের জনসংখ্যার চাইতেও বেশি হবে।

এদিন পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূকে অ্যাসিড নিক্ষেপ গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ আগস্ট।। গৃহবধূকে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারার ঘটনায় অভিযুক্ত রাজীব দেবনাথ নামের যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আজ আদালত তাকে পাঁচদিনের জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় গত ৩০ জুলাই এক গৃহবধূর গায়ে অ্যাসিড নিক্ষেপ করেছিল রাজীব দেবনাথ। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর এলাকায় ঘটেছিল। অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনায় মহিলা-সহ চারজন আহত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে মহিলার অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় তাঁকে প্রথমে হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে তাঁকে আগরতলার জিবি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এই ঘটনায় বিশালগড় থানায় অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেছিলেন ওই গৃহবধূর স্বামী। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি ৩২৬-এ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। অভিযোগে জানা গিয়েছে, বিশালগড়ের গকুলনগর এলাকার রাজীব দেবনাথ প্রতিবেশী এক গৃহবধূকে বেশ কিছুদিন ধরে জ্বালাতন করছিল। তাকে বার বার কু-প্রস্তাব দিচ্ছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু ওই গৃহবধূ রাজীবের আবেদনে সাড়া দেননি। তাতে ক্ষুব্ধ হয়েই রাজীব ওই গৃহবধূর উপর অ্যাসিড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফটিকরায় বিদ্যালয়ের সমস্যা, কৈলাসহর-কুমারঘাট সড়ক অবরোধ ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১ আগস্ট।। বিদ্যালয়ের নানা সমস্যাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার ফটিকরায়ে কৈলাসহর-কুমারঘাট সড়ক অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা। তাদের অভিযোগ, শিক্ষা দফতর বিদ্যালয়ের সময়সূচি পরিবর্তনে গুরুত্ব দিচ্ছে। অথচ বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে দফতরের কোনও হেলদোল নেই। তাই এই অবরোধ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে, জানান ছাত্রছাত্রীরা।

বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার ফটিকরায়ে ডলুগাঁও দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ কৈলাসহর-কুমারঘাট সড়ক অবরোধ করেন। এই অবরোধ কর্মসূচির নেতৃত্ব দিয়েছে এবিভিপি। ছাত্রছাত্রীদের এই বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যা নিয়েও বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের একাধিকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ, তফশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে স্টাইপেন্ড পাচ্ছেন না। শুধু তা-ই নয়, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোও বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে।

তাদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্লাসরুমে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ফলে, সেখানে ফ্যান ও বৈদ্যুতিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশার কফ সিরাপ উদ্ধার গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার রাত নয়টা নাগাদ কাঞ্চনপুর থেকে জম্পুই যাওয়ার রাস্তায় নাগা গেটে টিআর ০২ এ ৫৯২৬ নম্বরের সিবিজেড মডেলের বাইক আটকে তা থেকে নেশার কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে পুলিশন এর সঙ্গে দুই ব্যক্তি লাল মুয়া (৩৬) এবং লাল মিয়াঁ (৩৫)-কে আটক করা হয়েছে। তাদের দুজনের বাড়ি মনপুই এলাকায়।

তাদের পিঠ ব্যাগে তালাশি চালিয়ে ১০০ এমএল-এর কড্রিল-টি জাতীয় কফ সিরাপের ২৩টি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েতে একাধিপত্য বিজেপি'র ৯৬.৯২ শতাংশ আসনে ফুটল পদ্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। প্রত্যাশা অনুযায়ী ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে আধিপত্য কায়েম হল বিজেপির। ৯৬.৯২ শতাংশ আসনে এই প্রথম ত্রিপুরায় পদ্ম ফুটেছে। তবে, লোকসভা নির্বাচনের মতোই সিপিএম-কে পেছনে ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে কংগ্রেস। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলে আবারও প্রমাণিত, সিপিএম এবং বামফ্রন্ট দারুণভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের গণনা আজ সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুসারে, গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮৩৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৬৮৩টি, কংগ্রেস ১৫৮টি, সিপিএম ২২টি, আইপিএফটি ৬টি এবং নির্দল ৯টি আসনে জয়ী হয়েছে। তেমনি, পঞ্চায়েত সমিতির ৮২টি আসনে বিজেপি ৭৪টি, কংগ্রেস ৬টি, সিপিএম ১টি এবং ১টি আসনে জয়ী হয়েছে। একইভাবে, জেলা পরিষদের ৭৯টি আসনে বিজেপি ৭৭টি এবং কংগ্রেস ২টি আসনে জয়ী হয়েছে। জেলা পরিষদের কোনও আসনে সিপিএম জয় ছিনিয়ে নিতে পারেনি।

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনা শেষে সার্বিক ফলাফলের চর্চায় উঠে এসেছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬,১১১টি আসনে ৫৯১টি পঞ্চায়েতের ৫,৯১৬টি আসন বিজেপি একাই দখল করেছে। তেমনি পঞ্চায়েত সমিতির ৪১৯টি ৩৫টি ব্লকে ৪১১টি আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছে। একইভাবে, জেলা পরিষদের ১১৬টি আসনে ৮টি জেলায় ১১৪টি আসন বিজেপি দখল করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে বিরোধীদের দখলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে পিছিয়ে রাখার জন্য ইউপিএ অপরাধী, রাহুল গান্ধীও সমানভাবে দায়ী ঃ শিবরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে পিছিয়ে রেখেছিল কংগ্রেস, এজন্য এই কলকে দায়ী করেছেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তাঁর কটাক্ষ, অসম থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে দশ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ড় মনমোহন সিং। অথচ, অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য কখনও ভাবেননি তিনি। সাথে শিবরাজ সিং চৌহান রাহুল গান্ধীকেও নিশানা করেছেন, বলেন, এই অন্যায়ের জন্য সোনিয়া-পুত্র সমানভাবে যুক্ত।

ত্রিপুরা সফরে এসে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপির প্রতি মানুষের আস্থা এ-রাজ্যে আবারও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সাফল্যের জন্য তিনি বিজেপির প্রদেশ কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, প্রথমে বিধানসভা, তার পর লোকসভা এবং এখন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের সাফল্যে থেমে থাকলে চলবে না।

এ-বিষয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, সংগঠন মজবুত করার জন্য লাগাতার কাজ করে যেতে হবে । তাই, সারা দেশব্যাপী সদস্য সংগ্রহ অভিযানকে ঘিরে তিনি ত্রিপুরায় এসেছেন। তাঁর বিশ্বাস, দলের ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি সদস্য সংগ্রহে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে সক্ষম হবে। তিনি জানান, সারা দেশে এখন পর্যন্ত ২ কোটি নতুন সদস্য বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। সময়সীমা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এই সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে দৃঢ়তার সাথে জানান তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শিবরাজ সিং চৌহান। ছবি নিজস্ব।

শিবরাজ সিং চৌহানের কথায়, বিজেপি সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ এবং সব-কা বিশ্বাস মন্ত্রে বিশ্বাস করে। তাই বিকাশের প্রশ্নে কখনও ভেদাভেদ করে না। তাঁর দাবি, কংগ্রেস উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশে ভেদাভেদ করেছে। তাই এই অঞ্চল পিছিয়ে রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য পৃথক মন্ত্রক গঠন করেছিলেন। ঠিক তেমনি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও গত পাঁচ বছর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন।

তিনি কংগ্রেসকে নিশানা করে বলেন, অসম থেকে রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হয়ে দশ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ড় মনমোহন সিং। অথচ, অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি কখনও নজর দেননি। তাঁর অভিযোগ, ইউপিএ জমানায় এই অঞ্চল উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছে। কিন্তু, কেন্দ্রে এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উন্নয়নের ছোঁয়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও লেগেছে। শিবরাজ সিং চৌহানের দাবি, গত পাঁচ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত ৫০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এছাড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে ৪০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। তাঁর আরও দাবি, এই অঞ্চলে রেলের বিস্তার সম্ভব হয়েছে একমাত্র কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়ায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৯২ ▫ ২ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ১৬ শ্রাবণ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পঞ্চায়েতের অগ্নিপরীক্ষা

ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার। ৮৫ শতাংশ আসনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়াছেন। নির্বাচন হইয়াছে কার্য্যত ১৫ শতাংশ আসনে। এই পনের শতাংশ আসনেও বিরোধীরা তেমন দাঁত ফুটাইতে না পারিলেও বিনা যুদ্ধে মাটি ছাড়িয়া দিয়াছে এমন বলা যাইবে না। রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত আসন ৬১১১, পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ৪১৯টি এবং জেলা পরিষদ আসন ১১৬টি। এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ভোটাভুটি হইয়াছে ৮৩৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৮২টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৭৯টি জেলা পরিষদ আসনে। এই ভোটাভুটিতেও সিংহভাগ আসনেই বিজেপি জয় কুড়াইয়াছে। এই ভোটে তবু, একটি বিষয় খুব পরিস্কার হইয়া উঠিতেছে যে, সিপিএমের পায়ের তলার মাটি একেবারেই আলগা হইয়া গিয়াছে। তবু, সামান্য হইলেও ঘুরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টাই দেখাইয়াছে কংগ্রেস। যেমন গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮৩৩ আসনের ভোটাভুটিতে কংগ্রেস ১৫৮টি আসনে জয়ী হইয়াছে সেখানে সিপিএম পাইয়াছে মাত্র ২২টি আসন। অন্যদিকে ৮২টি পঞ্চায়েত সমিতির আসনে কংগ্রেস ৬টি আসনে জয়ী হইয়াছে। এক্ষেত্রে সিপিএম মাত্র ১টি ও নির্দল জেলা পরিষদের ৭৯টি আসনে কংগ্রেস ২টি সিপিএম ১টি ও নির্দল একটিকে জয়ী হইয়াছে। সোজা কথায় ভোটাভুটিতেও বিজেপির বিপুল জয়ই হইয়াছে। ঊনকোটি জেলার গৌরনগর পঞ্চায়েতেই কংগ্রেস টেক্কা দিতে পারিয়াছে। ২০৪টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস একাই পাইয়াছে ১০০টি আসন। সেখানে বিজেপি জয় পাইয়াছে ৭৯টি আসনে। এই ছোট্ট ঘটনাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। রাজ্যে কংগ্রেস ধুলিস্যাৎ হইয়া গিয়াছে এমন ভাবিবার সুযোগ নাই। বরং ইহাই হয়তো দেখাইয়া দিতেছে যে, আগামী দিনে বিজেপির বিকল্প হিসাবে কংগ্রেস উঠিয়া আসিতে পারে। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনী ফলাফল স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে এরাজ্যে সিপিএম দল খুব সহসা ঘুরিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না।

ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৮৫ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই জয়ের মধ্য আনন্দ ও গর্ব কতখানি সঞ্চারিত হয় তাহা সকলেরই জানা। পঞ্চায়েত ভোটের সূচনা করিয়াছে কংগ্রেস। শুধু পঞ্চায়েত নহে নগর ও পুর এলাকায়ও গণতন্ত্রের সম্প্রসারণের সংগ্রাম শুরু হইয়াছিল এই কারণে যে, তৃণমূল স্তরে প্রশাসনকে নিয়া যাওয়া। গ্রামের মানুষই গ্রামের ভাগ্য নির্ধারণ করিবে। গণতন্ত্রের এই জয়যাত্রা আজ কতখানি আছে। যে গণতন্ত্রের জন্য রাজ্যের মানুষ সংগ্রাম করিয়াছে। সেই গণতন্ত্র তো বাররবার ভুলুণ্ঠিত হইয়াছে। বাম আমলেও রক্ত চক্ষুর কাছে মানুষের ইচ্ছা হার মানিয়াছে। একচ্ছত্র রাজত্ব ছিল পঞ্চায়েত এললাকায়। পুর ভোটেও বিরোধীরা সুবিধা করিতে পপারিত না। বিজেপি এখন তাহা সুদে আসলে নিংড়াইয়া নিতেছে। বামপন্থীরা তাহা অবলোকন করিয়া নিজেদের অতীত কাহিনীকে হয়তো রোমন্থন করিতেছেন। কথায় আছে পাপ নাকি বাপকেও ছাড়ে না। সিপিএম এ রাজ্যে যে পথ দেখাইয়াছে বিজেপি কি সেই পথের অনুসারী হইতেছে কিংবা শঠে শঠ্যাং। কথায় আছে, ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। নিজেদের কৃতকর্মের ফল একদিন না একদিন ভুগিতেই হয়। শুধু ত্রিপুররা নহে গোটা দেশেই আজ গণতন্ত্রের অগ্নি পরীক্ষা চলিতেছে। এই পরীক্ষায় মানুষের জয় হইবেই।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা অপরিসীম। বাম আমলে পঞ্চায়েতগুলিতে ছিল রাজনীতির নগ্নতা। মুখ চিনিয়া মুগের ডাল দেওয়া হইত। বাম আমলে জন প্রতিনিধিদের বড় অংশই আঙুল ফুলিয়া কলা গাছ হইয়াছে। ধরাকে সরাজ্ঞান করিয়াছে। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিবার শর্ত ছিল দলের মিছিল মিটিংয়ে যোগদান। এই ভাবে ক্ষমতার নগ্ন অপব্যবহার চলিয়াছে। আর এজন্যই তো তিক্ত মানুষ গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিশোধ নিয়াছে। সেই ধরাশায়ী অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই সিপিএম। নিজেদের কৃতকর্মের মাশুল তো দিতেই হইবে। নগ্ন দলবাজীর খেসারত কমিউনিস্টদের না দিয়া উপায় নাই। পঞ্চায়েতের কাজ, চাকুরী ইত্যাদি সরকারী সুযোগ সুবিধা দলের মিছিলে না হাটিলে মিলিত না। এই নগ্ন দলবাজীর কারণে বামেরা মানুষের মন হইতে প্রায় মুছিয়া যাইবার অবস্থা। যেসব আসনে সত্যি সত্যিই ভোট হইয়াছে সেখানেও তো সিপিএম পরীক্ষায় একেবারে ফেল। বরং কংগ্রেস কিছুটা শক্তি দেখাইয়াছে। যাহা বিজেপিকে স্বস্তি দিবে না। পঞ্চায়েত নির্বাচন সাঙ্গ হইয়াছে। বিজেপির এই জয়জয়কারের কি সুফল পাইবে রাজ্যের মানুষ? পঞ্চায়েতে যদি দলবাজী না হয় কর্মের জোয়ার দেখা দেয়। দুর্নীতি মুক্ত রাখিয়া স্বচ্ছ কর্মধারা চালু রাখা যায় তাহা হইলে মানুষই সেখানে সমর্থনের ডালি উপহার দিবে। বাম আমলের পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ভুরিভুরি অভিযোগের তদন্ত করা দরকার। বিজেপি এক্ষেত্রে যদি স্বচ্ছতার সঙ্গে পঞ্চায়েতে কাজ চালাইতে পারে তাহা হইলে বিরোধী শক্তি মাথা তুলিতে পারিবে না। আর যদি দলতন্ত্রের উর্ধে উঠিয়া পঞ্চায়েতে কাজ করিতে পারে তাহা হইলে মানুষের সমর্থন শক্তি বাড়িবে। বিজেপি সেই পথে কি হাটিতে পারিবে?

সেন্ট্রাল কাশ্মীরে পুলিশের জালে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ১ আগস্ট (হি.স.): সন্ত্রাস ও হিংসা নয়, জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্রীয় সরকার। মূলস্রোতে কিছু যুবক ফিরলেও নতুন করে জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। এমতাবস্থায় জম্মু ও কাশ্মীরের বদগাম জেলায় হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় একজন সদস্যকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার বদগাম জেলার কাজিপোরা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় একজন সদস্যকে। ধৃত হিজবুল জঙ্গির নাম হল, শওকত আহমেদ তান্ত্রেই। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

জম্মু কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বুধবার বদগাম জেলার কাজিপোরা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় একজন জঙ্গিকে। ধৃত জঙ্গির নাম শওকত আহমেদ তান্ত্রেই। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। পুলিশ সূত্রের খবর, রেকর্ড অনুযায়ী ধৃত জঙ্গি হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য।

থাইল্যান্ড সফরে এস জয়শঙ্কর, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিউজিল্যান্ড ও থাইল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক

ব্যাঙ্কক, ১ আগস্ট (হি.স.): আমলা থেকে বিদেশমন্ত্রী হওয়ার পরে এস জয়শঙ্করের সামনে এখন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সফর। তার মধ্যে অন্যতম হল থাইল্যান্ড সফর। পূর্ব এশিয়ার বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলন-সহ একাধিক সম্মেলন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়েছে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের থাইল্যান্ড সফর। এদিনই থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে নিউজিল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রী উইনস্টন পিটার্স-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন জয়শঙ্কর। এছাড়াও থাইল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৈঠক করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী।

শুধুমাত্র থাইল্যান্ড নয়, জয়শঙ্করের সামনে এখন আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সফর রয়েছে। আগামী ১১ আগস্ট থেকে তাঁর দু'দিনের বেজিং সফর স্থির হয়েছে। সেখানে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই'র সঙ্গে বৈঠকে ভারতের পক্ষে বাণিজ্য ঘাটতি-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হতে পারে।

জল সংকট—উত্তরন কোন পথে?

গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল

অতীতে এই পৃথিবীতে সিন্ধু সভ্যতা বা মায়া সভ্যতার মত অনেক উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠেছিল যা আবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হারিয়েও গেছে। কোনটার পেছনে কারণ ছিল অতিরিক্ত খরা বা উপর্যুপরি বন্যা অথবা ভূমিকম্পের মত বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা কলেরা, বসন্তের মত ভয়াবহ সংক্রামক মারণ ব্যাধি। এ অবস্থায় মানুষ অদম্য চেষ্টা ও তার টিকে থাকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে কাজে লাগিয়ে মানব সভ্যতাকে বর্তমান স্তরে এনে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে গোটা বিশ্বজুড়ে যে ভয়াবহ জল সংকট ও পরিবেশ দূষণের মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রশ্ন ওঠতে শুরু করেছে যে, বর্তমান সভ্যতা টিকে থাকবে তো---নাকি অতীতের মতই হারিয়ে যাবে? বিশেষ করে বিশ্বে প্রাদ্যজলের মাত্র ১ শতাংশ যেহেতু পানের যোগ্যতাই ভাবনাটা থেকেই যাচ্ছে।

এটা সবাই অবগত আছেন যে, মানুষ সহ সমস্ত জীবনগৎ তথা, প্রাণীকূলকে বেঁচে থাকার জন্যে প্রধান যে দুটি উপাদান দরকার তার প্রথমটি হল বিশুদ্ধ তথা নির্মল বায়ু দ্বিতীয়টি হল জীবাণু মুক্ত বিশুদ্ধ পানীয়জল। আজকের আলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে পানীয় জলের বর্তমান সংকট ও তার উত্তরণ প্রসঙ্গ। কারণ ইতোমধ্যেই পানীয় জলের সংকট গোটা পৃথিবী জুড়েই চরম আকার ধারণ করেছে। আর ভারতের মত দেশ বর্তমানে তো জল সংকট এক জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। দেশে এবছর প্রচণ্ড খরার কারণে অসমের মত দু-একটি রাজ্য বাদে সর্বত্র জলাধারগুলির জল এখন তলানীতে। তামিলনাড়ুর মত রাজ্য বা চেন্নাইয়ের মত শহর যেখানে দশ বছর আগেও উদ্বৃত্ত জল এলাকা ছিল সেখানে এখন চলছে জলের প্রচণ্ড ক্রাইসীস্। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বসানো নলকূপগুলি হতেও এখন আর আগের মত জল পাওয়া যাচ্ছেনা। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এঅবস্থা চলতে থাকলে খুব নিকট ভবিষ্যতেই চেন্নাইয়ের মত ভারতের বড় বড় ২১টি শহর প্রচণ্ডজল সংকটে পড়বে। এখনই যেখানে খাদ্যের জন্যে নয় একটু পানীয় জল পাওয়ার জন্যে মানুষকে আন্দোলন করতে হচ্ছে অথবা দল বেঁধে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে বা বাসে-ট্রেনে করে পাড়ি দিতে হচ্ছে সেখানে ভবিষ্যৎ কী অপেক্ষা করছে সহজেই অনুমেয়। ভারতের মত দেশে সত্যিই এ এক অভূত পূর্ব দৃশ্য।

অন্যদিক ভারতের যে সমস্ত রাজ্য বা এলাকায় উপরিভাগের জল সহজ লভ্য নয়কৃষি কাজের জন্য ভূগর্ভস্থজলের উপর মূলত নির্ভরশীল সেখানে জলের অভাবে কৃষিকার্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে চলেছে। ফলে সেই সমস্ত এলাকার কৃষিনির্ভর পরিবারগুলির আর্থিক অবস্থা দিনকে দিন অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়ছে। পরিনামে দেশে বাড়ছে কৃষক অসন্তোষ ও আত্মহত্যার প্রবণতা। আটকে যাচ্ছে দেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধির গতিও। সঙ্গত কারণেই দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদিজী পানীয়জলের সমস্যাসহ জলসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে তাঁর উদ্বেগও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে সকলের বুদ্ধি পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করেছেন। একই উদ্দেশ্যে গোটা দেশজুড়ে গত ২২ শে জুলাই 'জল দিবস'ও পালন করা হয়। এখনসর্বত্র স্লোগান ওঠেছে ('Save water, Save life')।

বর্তমানে পানীয় জল বা প্রয়োজনীয় জলের প্রশ্নে আমাদের নিজ রাজ্য ত্রিপুরার খবর কী? এরাজ্যে কী সবার জন্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে অথবা কৃষি ক্ষেত্রে কী সর্বত্র সেচের ব্যবস্থা আছে? না। বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়ার প্রশ্নে গ্রাম, বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। পাহাড় অঞ্চলে তো পাথর চুয়ানো জল অথবা ছোট নালা, ছড়া বা লুঙ্গার জীবানুভর্তি জলই একমাত্র সম্বল। আর গ্রামেগঞ্জে সরকারী উদ্যোগে ডিপওয়েলের মাধ্যমে কোন কোন জায়গায় যে জল সরবরাহ করা হয় তার অধিকাংশই আয়রণে ভর্তি অথবা কদর্মাক্ত এক কথায় পানের অযোগ্য। সুতরাং মানুষকে বাধ্য হয়েই নিজ উদ্যোগে পুকুর ডোবা খনন অথবা নলকূপ বসাতে হচ্ছে। কিন্তু ক্রমাগত উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভের জলতল যেমন অতিদ্রুত নীচেরদিকে চলে যাচ্ছে, জলে বাড়ছে আর্সেনিকের মাত্রা। অন্যদিকে প্রচণ্ড খরা শুখা মরশুমে জলাশয়গুলোর জলও তলানীতে এসে পৌঁছেছে। তাই এ রাজ্যে ও

দিন দিন জলের সংকট বেড়েই চলেছে যদি ও পানীয়জল ব্যবস্থার নামে প্রতিবছর কোটি কোটি সরকারী টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়ে চলেছে। গ্রাম-পাহাড় তো দূরস্থ এখন দেখার স্মার্ট সিটির ঘোষণা আগরতলা বাসীকে বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহসহ নাগরিক স্বাছন্দের কী কী সুব্যবস্থা করতে পারে।

উল্লেখিত পরিস্থিতিতে সামাজিক দায় বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে পানীয় জলের সংকট মোচন সহ জল সম্পদ রক্ষার জন্যে প্রচলিত সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের কিছু অভিমত তুলে ধরার চেষ্টা করছি। পরিস্থিতি দৃষ্টে মনে হচ্ছে—খাদ্য নয়, তেল নয়, জল নিয়েই যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধটা বেঁধে যায় তো মানব সভ্যতাটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ তেলের বিকল্প গ্যাস বা বিদ্যুৎ হতে পারে কিন্তু জলের বিকল্প নেই। তাই—

১) আর কাল বিলম্ব না করেই ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন বন্ধ করার জন্যে কঠোরতম আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ উপরের জলতল দ্রুত নীচে চলে যাওয়ার জন্যে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের গাছপালা যেমন প্রয়োজনীয় জলের অভাবে মারা যাচ্ছে, কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে সেই সঙ্গে মরুভূমির ঘটছে বিস্তৃতি। এই জনে ওই হয়ত আমেরিকা বা চীনের মত দেশ এখন ভূগর্ভের জল উত্তোলন থেকে সরে এসেছে।

২) ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে যেখানে সারা বছর কমবেশী বৃষ্টিপাত হয় অথবা যেখানে কম হয় সেখানে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে কিভাবে ব্যবহার উপযোগী করা যাবে তা হাতে কলমে মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে নগর বা শহর যেখানেই মানুষ নূতন ঘর বাড়ি তৈরি করবে সেখানে বৃষ্টির জলসংগ্রহ করে ব্যবহারযোগ্য করার ব্যবস্থা না থাকলে বিল্ডিং তৈরি করার অনুমতি যেন না পায়।

৩) গ্রামেগঞ্জে যেখানে পুকুর বা জলাশয় তৈরি সম্ভব সেখানে লক্ষ্য রাখতে হবে উপরের লেবেল থেকে জলাশয়ের গভীরতা কমপক্ষে ৭ ফুট বা তার বেশি হয় ও তার মধ্যে ১ কেজি বেশি ওজনের মাছ থাকে। কারণ উল্লেখিত ওজনের মাছ বায়ু মন্ডল থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করে জলে মিশিয়ে জলের উপরিতলের লেবেল ধরে রাখতে চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে পুকুর বা জলাশয়ের পাড়ে কদলীরমত গুচ্ছমূল জাতীয় উদ্ভিদ যা শুকনো দিনে জলাশয়ের জলের সমতা ধরে রাখতে সাহায্য করে তা লাগাতে হবে (সৌজন্যে-কৃষিকথা; শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার)।

৪) জলের অপচয় রোধ করার জন্যে মাথা বা পরিবার পিছু জলকর চালুর পাশাপাশি কঠোর আইন প্রনয়ন জরুরী যাতে অপচয়কারী আর্থিক জরিমানা তথা শাস্তি যোগ্য অপরাধের আওতায় চলে আসে।

৫) ত্রিপুরার মত রাজ্যে পাহাড়ের গায়ে বা পাদদেশে পরিত্যক্ত জমি, লুঙ্গা ইত্যাদি বাঁধের মাধ্যমে জলাশয় তৈরি করলে তা দিয়ে একাধারে যে, স্থানীয় লোকদের জলের চাহিদা মোটানো, সেচের কাজ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সহ মাছের চাষের মত বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধন করা যেতে পারে একথা কে না বুঝে? অথচ এটাই এরাজ্যে এখনো সর্বত্র হয়ে ওঠেনি।

৬) ত্রিপুরাতে এক সময় প্রায় ৬০ শতাংশ জাযগায়ছিল পাহাড় জঙ্গল তথা বনভূমি যা মেঘকে আকর্ষণ করত। ফলে তখন বৃষ্টি ও ছিল স্বাভাবিক। এখন সরকারী উদাসীনতায় ও বনদস্যুদের দাপটে বন উজার হওয়ার সাথে সাথে বৃষ্টি যেমন অনিয়মিত, পরিমানও গেছে কমে। আবার কোন কারণে অতিবৃষ্টি হলে স্বল্প সময়েই সৃষ্ট বন্যায় নগর শহর হয় প্লাবিত। এই সমস্যা থেকে উত্তরনে ব্যাপক বন সৃজনের যে কোন বিকল্প নেই তা জানা সত্ত্বেও কেন যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বুঝা যাচ্ছে না।

৭) ত্রিপুরাতে ব্যাপক হারে রাবার চাষ বন ধ্বংস, পরিবেশের সমস্যা তথা বাস্তুতন্ত্র নষ্টের এখন অন্যতম কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। তাছাড়া রাবার গাছ মাটি থেকে প্রচুর জল শোষণ করার জন্যে আশে পাশের ভূভাগের জলস্তর দ্রুত নীচে নেমে যায়। তার জন্য এখন দাবী ওঠছে নিয়ন্ত্রিত জায়গায় রাবার চাষ করে বাকী অংশ আনারস, কাঁঠালের মত অর্থকরী ফলমূল বৃক্ষ চাষের ।

শালীনতার সংজ্ঞায় 'মাতৃত্ব' বিচার করা অনুচিত

মন্দাক্রান্ত সেন

বিমানবন্দরে, বিমানের মধ্যে, রেলওয়ে স্টেশন,ট্রেনের মধ্যে---হরেক খাদ্যের মেলা। মেলায়, মলেও তাই, ভাত রুটি-মিষ্টি,চাউমিন-ছোলাবাটোরা, পাওভাজি-কেক-স্যান্ডুইচ। সবটাই বড়দের জন্য বা বড় হয়ে ওঠা শিশুদের জন্য। যে শিশু সেরেল্যাক খায়, তার খাবার প্রস্তুত করতেও কোনও অসুবিধা নেই। অসুবিধা হল সেই শিশুর এবং তার মায়ের, যে শিশু এখনও মায়ের স্তন পান করে। এতে যে গোপনীয়তা লাগে, তা সরবরাহ করতে এই জনবহুল স্থানগুলি অক্ষম। অথচ শিশুকে স্তন্যপান করাতে গেলে স্তন খানিকটা অন্তত উন্মুক্ত হয়েই যায়। একজন মা তাতে লজ্জাবোধ করতেই পারেন। 'শালীনতা'-র সংজ্ঞা দিয়ে এই স্বাভাবিক মাতৃত্বকে তো কখনওই বিচার করা উচিত, নয় তবুও একটা আড়ষ্টতা তো থাকেই।

২০০৮ সালে জুলাই মাসে দিল্লি হাইকোর্ট এক দম্পতি এই মর্মে একটি আবেদন দায়ের করেন। তাঁদের দাবি ছিল---উন্মুক্ত জনবহুল এলাকায় শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ পান করানোর পক্ষে উপযুক্ত একটি জায়গার, একটি নিরাপদ কোণের দরকার। যেখানে সন্তানকে ঠিকমতো কোলে শোওয়ানো যায়, বিকৃত পুরুষের লোভদৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করা যায়। ওই দম্পতি আবেদনে দ্রুত সাড়া পান। নারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রক সরকারকে অনুরোধ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। নিউ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই সেই মতো কাজ করতে শুরু করেছে। বিমানবন্দরে ও রেলস্টেশনে শিশুকে স্তন্যপান করানোর জায়গা তৈরি করা হয়েছে। কলকাতায়ও এরকম সুরক্ষিত ও নিরাপদ স্থন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমনকী, এমনটাও আশা করা হচ্ছে যে, বিল্ডিং রুলেও এমন স্থান আবশ্যিক করা হবে।

সবই ভাল। যে দেশে সবকিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে এদিকে সেদিক নানাদিক বিবেচানা করে কথাবার্তাতেই সময় কেটে যায় সেখানে এই পদক্ষেপ যথেষ্ট দ্রুত। কিন্তু দরিদ্র দেহাতি মায়েরা এ সুযোগ পাবেন না, না পান, তাঁদের আঁচলই যথেষ্ট আড়াল। অথবা যথেষ্ট নয়। লোকজন তাকিযে তাকিয়ে দেখে। বিশেষ করে পুরুষরা। তারা স্তন্যপানে মাতৃত্ব দেখে না, নারীত্বের যৌনতা পান করে। এই দেখাটাই অশ্লীল, পুরুষের এই বিকৃত দৃষ্টিটাই লজ্জাজনক। অনেকক্ষেত্রে তারা কুরুচিকর মন্তব্যও ছুড়ে দেয়। এখানেই সমস্যাটা। বিমানবন্দরে, শপিং মলে এই নারীরা যান না। রেলস্টশনে অবশ্য যান। সেখানে তাঁদের শালীনতার নিরাপত্তা প্রয়োজন । কিন্তু সত্যিকথা বলতে কী, এই গ্রামীণ মায়েরা শালীনতাকে থোড়াই কেয়ার করেন।

পুরুষজাতিক চেঁচিয়ে বলতে পারেন---আয় দ্যাগ, যতটা পারিস। যদি মায়ের দুধ খেয়ে থাকিস,তবে দেখি আমাকে অপমান করে কে। এই কথাটা হিন্দু সিনেমায় একসময় খুব চলত। অত্যন্ত মেলোড্রামাটিক। 'আগর মা কা দুধ পিয়া তো.....' ইত্যাদি প্রভৃতি। অর্থাৎ মায়েরদুধ খেলেই মানুষ মানুষ হয়। আমরা তো জানি, শিশুর জন্য মায়ের দুধের বিকল্প নেই। সব প্রয়োজনীয় পুষ্টি তো বটেই, এর সঙ্গে সন্তান ইমিউনিটি বা সহজাত রোগ প্রতিরোধের

ক্ষমতাও পায় স্তন্যপান গর্ভনিরোধকও বটে। গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না, বা করতে জানেন না যে দম্পতি, মা যতদিন শিশুকে দুগ্ধপান করান। প্রাকৃতিক নিয়মে তিনি গর্ভবতী হন না। সেদিক দিয়েও স্তন্যপান করানো একটি সুবিধাজনক ও প্রয়োজনীয় বিষয়। এর জন্য মা ও শিশু মানবসমাজে বিশেষ যত্ন ও সহায়তার দাবিদার।

বিমানে চেপে কোথা ও থেকে ফিরছিলাম। আমার পিছনের সিটে এক ভদ্রমহিলা বাচ্চা নিয়ে বসেছিলেন। দূরপাল্লার যাত্র। উড়ানের খানিকক্ষণ পর থেকেই বাচ্চাটি কাঁদতে শুরু করল। কেঁদেই যাচ্ছ, কেঁদেই যাচ্ছে। আশাপাশে সবাই কিছু বিকক্ত, কিন্তু বা কৌতূহলী বা উদ্বিগ্ন চোখে দেখছে। মা এবার বাচ্চাটিকে ধমকাতে শুরু করলেন। কান্না এবং ধমক সমানতালে চলছে। শিশুটি তো ধমক বোঝে না। ওর বোধহয় খিদে পেয়েছে। মা দুধ খাওয়াতে পারছে না। বাচ্চাটি দুধের বদলে খমক খাচ্ছে। ঘটনাটা বেশ খানিকক্ষণ চলার পর এক বিদেশিনি সেই মা'কে বললেন—হোয়াই ডোল্ট ইউ টেক হিম টু দ্য ওয়াশরুম?

মনে হয়েছিল, হায়, সবার সামনে যেমন মলমূত্র ত্যাগ করা যায় না, তেমনই কি স্তন্যপান করানোও যায় না? শিশুকে নিয়ে যেতে হয় সংক্রমণপ্রবণ শৌচালয়ে? এই ধারণাটাকেই সমূলে উপড়ে ফেলা দরকার। স্তন্যপানের জায়গা তৈরি করা হচ্ছে খুব ভাল কথা, সেই সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কে ও মননে স্তন্যপান বিষয়ে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করাটাও কিন্তু মক জরুরি নয়। **(সৌজন্যেঃ প্রতিদিন)**

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশের ৬৪ জেলায়ই ডেঙ্গু, ঘণ্টায় ভর্তি ৭১ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০১।। বাংলাদেশে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ নেত্রকোণা জেলাতেও ইতোমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এ পর্যন্ত আটজন রোগী নেত্রকোণায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলাতেই ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়লো। আর সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে পুরো ডেঙ্গুর মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই এ পর্যন্ত ১৯ হাজার ৫১৩ জন এবং গত ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৭১২ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। আর সারাদেশে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জন ডেঙ্গু রোগীর।

বৃহস্পতিবার (০১ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ন্যাশনাল হেলথ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।যদিও সকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে আয়োজিত বৈঠকে বলেছিলেন, নেত্রকোণা বাদে সারাদেশের প্রত্যেকটি জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে মানুষ। কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ অধিদপ্তরের আপডেট তথ্যমতে জানা গেলো, নেত্রকোণাও বাদ গেলো না।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ন্যাশনাল হেলথ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার সূত্রে জানা যায়, এ বছরের জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৯ হাজার ৫১৩ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে পাঁচ হাজার ৮৩৮ জন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ১৩ হাজার ৬৬১ জন। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে সর্বোচ্চ এক হাজার ৭১২ জন রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। তবে এই ২৪ ঘণ্টায় কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে ঘণ্টায় ৭১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। গত ২১ জুন এক দিনে ৬৬ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন। ৪১ দিনের ব্যবধানে বৃহস্পতিবার বেড়েছে প্রায় ২৬ গুণ।

এদিকে, ঢাকা শহরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এক দিনের হিসাবে সর্বোচ্চ এক হাজার ১৫০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। আর ঢাকার বাইরে এ পর্যন্ত তিন হাজার ৪৬৪ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা বিভাগের সব সরকারি হাসপাতাল ও প্রায় ৩৫টি বেসরকারি হাসপাতাল এবং জেলা সদর হাসপাতালগুলোর রোগীর হিসাব জমা হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে। এছাড়া ঢাকা শহরে আরও অনেক বেসরকারি হাসপাতাল ও সারাদেশের আরও সরকারি হাসপাতাল রয়েছে, যেখানকার হিসাব স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রতিদিন জমা হয় না। সে অনুসারে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত সংখ্যা আরও বেশি বলে ধারণা করা হয়।

এদিকে, ডেঙ্গুতে এ মৌসুমে 'সঠিক' মৃত সংখ্যার হিসাব নেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছে। অধিদপ্তরের মতে এই মৌসুমে ১৪ জনের মৃত্যু হলেও সারাদেশের হাসপাতালগুলোর ঘোষণা অনুযায়ী এ সংখ্যা ৫০ জনের অধিক।এ বিষয়ে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মিরজাদী সেবরিনা ফ্লোরা বলেন, হাসপাতালে মৃত ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করি রোগী ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন কি-না। অনেকবার অনেকভাবে সাক্ষীদের ইন্টারভিউ নিয়ে নিশ্চিত হতে হয় যে মৃত্যুটা আসলে হাসপাতালে কীভাবে হয়েছে। সে কার্যক্রম আমাদের চলমান রয়েছে। আমাদের হিসাবে এ মৌসুমে মোট ১৪ জনের ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবো আসলে কতোজন এবার ডেঙ্গুতে মৃত্যুবরণ করেছেন। আর ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যুও অন্য কারণে হতে পারে। এসব নির্ণয় করতেই আমাদের ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়।

অপরদিকে, রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে ব্যাপক ডেঙ্গু রোগীর চাপ সামলাতে হাঁপিয়ে উঠছেন চিকিৎসক, নার্সসহ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।সরকারি হাসপাতালগুলোতে গিয়ে দেখা যায়, হাসপাতাল ভবনের করিডোর, বারান্দা এমনকি চলার পথের দু'পাশ দিয়েও বিছানা পেতে রোগীদের রাখা হয়েছে। যার অধিকাংশই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। আর বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে শয্যা খালি না থাকায় রোগীদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।এছাড়া আতঙ্কের কারণে এখন সুস্থ মানুষও ডেঙ্গু নির্ণয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হাসপাতালগুলোতে ভিড় জমাচ্ছেন বলেও জানা গেছে।

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল বৃহস্পতিবার ডেঙ্গু রোগীদের সামাল দিতে এ হাসপাতালে আলাদা ডেঙ্গু ওয়ার্ড উদ্বোধন করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। ৮৫টি বেড রয়েছে এ ওয়ার্ডে। থাকার কথা ছিল ১০০ টি। বর্তমানে ৫৪ জন পুরুষ ও ৩১ জন নারী রোগী রয়েছেন এখানে। ওয়ার্ডটি পাঁচটি রুমে বিভক্ত। এছাড়া এখানে ওষুধসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সবকিছু রোগীদের বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। আর নতুন রোগীদের জন্য নিচতলায় হেল্প ডেস্ক আছে। এই ওয়ার্ড মেডিসিন বিভাগের অন্তর্গত। তবে প্রায় প্রত্যেকটি বিভাগে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছে বলে জানা গেছে হাসপাতাল সূত্রে। ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি বেডে মশারি টানানো এবং উন্নতমানের বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া রোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগে বিভিন্ন বিভাগের ফ্লোরে থেকে তারা বিনামূল্যে ডেঙ্গুর চিকিৎসা নিচ্ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালটিতে বুধবার (৩১ জুলাই) সকাল ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত অর্থাৎ গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১২৭ জন। এর মধ্যে নতুন ভর্তি রোগী ৩০, আগের ভর্তি রোগী ৯৭ জন। বৃহস্পতিবার সকাল ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশের ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কলকাতা থেকে বিশেষজ্ঞ আনছেন ঢাকার মেয়র আতিকুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০১।। মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য 'অভিজ্ঞতার ঘাটতির' কথা বললেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম।তিনি জানালেন, এ বিষয়ে কলকাতা সিটি করপোরেশনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে সেখান থেকে একজন বিশেষজ্ঞকে শিগগিরই ঢাকায় আনা হচ্ছে।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা শেষে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলেন মেয়র আতিক।স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন, বিভিন্ন হাসপাতালের পরিচালক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও উপস্থিত ছিলেন এ সভায়। মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন, কলকাতা সিটি করপোরেশনে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে যিনি কাজ করেছেন, সেই বিশেষজ্ঞের সঙ্গে তার ফোনে কথা হয়েছে। ইতোমধ্যে তাকে আমন্ত্রণত্রও পাঠানো হয়েছে।সে কথা দিয়েছে যে, আগামী রোববার এখানে আসবে। আমি অনিক ঘোষকে বলেছি, তোমাদের যা যা এক্সপেরিয়েন্স আছে, সবাইকে নিয়ে অন বিহাফ অব্ আমি দায়িত্ব নিচ্ছি।ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও বর্ষকালে মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুর প্রকোপ ছিল এক সময় নিয়মিত ঘটনা। তবে সারা বছর ধরে নজরদারি ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালানোয় মশা ও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে বেশ সাফল্য পেয়েছে কলকাতা সিটি করপোরেশন।কলকাতার ডেপুটি মেয়র ও স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষকে উদ্ধৃত করে সম্প্রতি বিবিসি বাংলায় এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।এরপর কলকাতা সিটিতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশ এবং কলকাতার সেই বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলেন মেয়র আতিকুল ইসলাম। তিনি সাংবাদিকদের বলেন,উনি এলে আপনাদের সবাইকে বলব কীভাবে তারা মোকাবেলা করেছে। আমি বলতে চাই, আমার সততার কমতি নাই। আমার এক্সপেরিয়েন্সের কমতি আছে।ডেঙ্গুর প্রকোপ স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণ গেলে মশক নিয়ন্ত্রণ সেলকে আরও শক্তিশালী করে বছরে ৩৬৫ দিন এ বিষয়ে কাজ করার ওপর জোর দেন উত্তরের মেয়র।

গত জুন মাসের শুরু থেকে ঢাকায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ বাড়তে থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে দাবি করছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র সাঈদ খোকন।কিন্তু জুলাইয়ের শেষে এসে এ রোগ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সবাইকে হুঁশিয়ার করে বলেছে, এডিস মশার প্রজননস্থানগুলো ধ্বংসে সফলতা না এলে সেপ্টেম্বরে এ রোগের প্রকোপ আরও বাড়তে পারে।

এ বছর ডেঙ্গুর প্রকোপের জন্য সিটি করপোরেশনের মশা নিধন কার্যক্রমে শিথিলতার অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি সিটি করপোরেশন মশা মারতে যে ওষুধ দিচ্ছে তা কার্যকর নয় বলে আইসিডিডিআর,বির গবেষণায় উঠে আসে।এ বিষয়ে মেয়র আতিক বলেন,যে চালানের সব ওষুধ খারাপ, সেই চালানটা আমরা বাতিল করে দিয়েছি। ওই চালানের কোনো ওষুধ কিন্তু ছিটানো হচ্ছে না। পরবর্তী যে ওষুধের চালানটা পেয়েছি, সেটা ছিটানো হচ্ছে। সেটা আইসিডিডিআর,বির অনুমোদিত, অন্যান্য এজেন্সির অনুমোদিত।সিটি করপোরেশনের চেষ্টায় যে কোনো ঘাটতি নেই, তা বোঝাতে উত্তরের মেয়র বলেন,আগে পাঁচজন এক ওয়ার্ডে ওষুধ ছিটাতো। এখন আমরা দশজন করে দিয়েছি। সোমবার থেকে প্রত্যেক মশককর্মীর সঙ্গে আমি ট্র্যাকারও লাগিয়ে দিচ্ছি।ওরা কোন এলাকায় যাবে; আমরা ট্র্যাক করতে পারব।আতিক বলেন,মশা মারতে হবে, কিন্তু অন্য কিছু মারা যাবে না। পরিবেশের যেন ক্ষতি না হয়। স্বাস্থ্যেরও যেন ক্ষতি না হয়। মানুষেরও যেন ক্ষতি না হয়। এটা হাইলি টেকনিক্যাল। আটজনের টেকনিক্যাল কমিটি নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমাদের বেশ অগ্রগতি হয়েছে। নতুন ওষুধ কবে আনছি- ডেটটা বলব না; আমরা চেষ্টা করছি যত দ্রুত ওষুধটা আনা যায়।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন এ সময় দাবি করেন, তার আওতাধীন এলাকার ১০টি ওয়ার্ড (১৪, ১৮, ২২, ২৩, ২৯, ৩৫, ৪২, ৪৩, ৫৩, ৫৫ ও ৫৬) 'ডেঙ্গুমুক্ত' অবস্থায় রয়েছে।কোন ম্যাজিকে এটা সম্ভব হয়েছে- এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,এমন কোনো ম্যাজিক নাই যেটা ব্যবহার করলে ডেঙ্গুমুক্ত হয়ে যাবে।এখানে পরিকল্পনার বিষয় রয়েছে, কর্মসূচির বিষয়ে রয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এ সময় সারাদেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং দ্রুতই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন।তিনি বলেন,সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করা হচ্ছে। হাসপাতালগুলোতে শুধু চিকিৎসা সেবাই দেওয়া হচ্ছে না, মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ২৯ জন চিকিৎসকের একটি দল সারাদেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতির দেখভাল করছেন। জেলার সিভিল সার্জনরাও কাজ করছেন। ডেঙ্গু রোগীদের কীভাবে চিকিৎসা দেওয়া হবে তার গাইড লাইনও দেওয়া হয়েছে। দেশে ডেঙ্গুর এই প্রকোপের মধ্যে ছুটি নিয়ে স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য মালয়েশিয়ায় গিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে সফর সংক্ষিপ্ত করে বুধবার রাতে তিনি দেশে ফেরেন। তবে সাংবাদিকরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তা এড়িয়ে যান।স্বাস্থ্য সচিব আসাদুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন,আপনারা ঢুকে পড়েছেন, তাই আপনাদের সাথে কথা বলা হয়েছে।আমরা মিটিং করে, টেকনিক্যাল টিম কাজ করে কী কী ইনেশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে সেসব আপনাদের বিস্তারিত জানাব।

বাংলাদেশে গুজব ছড়ালে শক্ত হাতে ব্যবস্থা নেয়া হবে : প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০১।। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে শক্ত হাতে দমন করা হবে।

তিনি বলেন,যারা অসৎ উদ্দেশ নিয়ে রাষ্ট্র এবং জনগণের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদেরকে ছাড়া হবে না এবং তাদের অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন করা হবে।

তিনি বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁওস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সাজ্জাদুল হাসান ডেঙ্গু এবং সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়াবলী নিয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত এই সমন্বয় সভার সভাপতিত্ব করেন।বর্তমান সরকার সুশাসনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে উল্লেখ করে এইচটি ইমাম বলেন, সুশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে জনগণ শান্তি এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে বসবাস করবে এবং এ বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকবে না। তিনি এ সময় গুজবের মাধ্যমে সৃষ্ট নানা হিংসাত্মক ঘটনার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সকলকে জনমত গড়ে তোলার আহবান জানান।

উপদেষ্টা এ সময় দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়া ডেঙ্গু প্রতিরোধে সকলকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণেরও আহবান জানান। তিনি বলেন,আমরা মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী জাতি এবং আমরা মশার বিরুদ্ধেও অবশ্যই বিজয়ী হব।বৈঠকে আসন্ন ঈদের সময় যানবাহন ও সড়ক ব্যবস্থাপনা এবং সড়ক নিরাপত্তা বজায় রাখা সহ জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের কথা চিন্তা করে নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানীর পশু জবেহ করার বিষয়েও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।বৈঠকে জানানো হয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব অথবা জেষ্ঠ্য সহকারি সচিব পদমর্যাদার ১৫৪ জন কর্মকর্তাকে ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১৫৪টি ওয়ার্ডে ডেঙ্গু প্রতিরোধ কর্মসূচি পর্যবেক্ষন এবং সম্বয়ের জন্য নিয়োজিত করা হবে।

এ সময় ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি করেপোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশক নিধন অভিযান জোরদার করার জন্যও বৈঠকে আহবান জানানো হয়।বৈঠকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিজ নিজ আবাসস্থল এবং অফিসকে পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে তাদের বাসা-বাড়ি ও চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের আহবান জানানো হয়। যাতে করে কোন ভাঙ্গা বা পরিত্যক্ত পাত্রে স্বচ্ছ পানি জমতে না পারে, বিশেষ করে ফুলের টব,এয়ারকন্ডিশনার এবং রিফ্রেজারেটরের পানি কোথাও যেন জমে না থাকে।ডেঙ্গু এবং গুজব প্রতিরোধে বেঠকে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে প্রচারনা চালানোর ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।

এ সময় বৈঠকে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ ডেঙ্গু এবং গুজব প্রতিরোধে নিজস্ব মতামত এবং পরিকল্পনা তুলে ধরেন।গুজব এবং ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ভ'মিকার জন্য বৈঠকে তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে এ বিষয়ে বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলোকেও কার্যকর ভ'মিকা পালনের আহবান জানানো হয়।প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মো. আবুল কালাম আজাদ, তথ্য সচিব মো.আব্দুল মালেক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব মোস্তফা কামালউদ্দিন, ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জেষ্ঠ্য সচিব এবং সচিববৃন্দ, ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরশেনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং র্যাবের পক্ষ থেকে অন্যাণের মধ্যে বৈঠকে বক্তৃতা প্রদান করা হয়।

আগস্ট মাস এলেই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি সক্রিয় হয়ে উঠে : সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০১।। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আগস্ট মাস এলেই সক্রিয় হয়ে উঠে। একদিকে আমাদের মধ্যে হারানোর বেদনা আবার নতুন করে কাউকে হারানোর আশংকা তৈরি করে।তাই এ মাসে শুধু শোক প্রকাশ করলেই হবে না, এ মাসে আরো যে আশংকাগুলো থাকে সে বিষয়েও সতর্ক থাকার জন্য তিনি সবার প্রতি আহবান জানান।

মন্ত্রী বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় যুবলীগ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আগস্ট মাসব্যাপী সংবাদ চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ওমর ফারুক চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. হারুনুর রশিদসহ দলের কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখেন।

সেতুমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর শাহদাত দিবসে যারা ভূঁয়া জন্মদিনের কেক কেটে উপহাস করে তাদের সঙ্গে কর্মসম্পর্ক গড়ে তোলা খুবই কঠিন।তিনি বলেন,পঁচাত্তরের ১৫আগস্টের ট্রাজেডির পরও আমরা গণতন্ত্র ও সুশাসনের স্বার্থে বিভিন্ন দলের সঙ্গে কর্মসম্পর্ক রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এ দিনে যারা ভূঁয়া জন্মদিনের কেক কেটে যারা আমাদের বুকের রক্তক্ষরণ উস্কে দেয়, তাদের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক রাখি।তিনি বলেন,এ নৃশংস হত্যাকান্ডে অবলা নারী ও শিশুরাও রেহাই পায় নি। এ হত্যাকান্ড নিয়ে আমাদের আবিষ্টতা আছে। নিষ্ঠুর এই হত্যাকান্ডের নেপথ্য নায়কের চেহারাও স্বরুপে উদঘাটিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ডে যারা জড়িত তাদের পুরস্কৃত ও পুনবার্সিত এবং হত্যাকান্ডের যাতে বিচার না হয়, সেজন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারী করে তা সংবিধানের অন্তভূক্ত করেছে একটি রাজনৈতিক দল।তিনি বলেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পুরষ্কৃত ও পুনর্বাসিতই করেন নি, এ হত্যাকান্ডের যাতে বিচার না হয় সেজন্য ইনডেমনিটি বিল জারী করে তা সংবিধানের অন্তভূক্ত করেছিলেন।কাদের বলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের নেপথ্য নায়ক ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে ডেঙ্গু ঠেকাতে নেতাকর্মীদের মাঠে নামার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০১।। ঢাকায় ব্যাপকভাবে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ায় মশাবাহিত এই রোগ থেকে মুক্তির জন্য আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন দলটির সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

লন্ডন সফররত প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার টেলিকনফারেন্সে ঢাকার বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে কৃষক লীগের রক্তদান কর্মসূচিতে উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্যে সমসাময়িক বিভিন্ন প্রসঙ্গের সঙ্গে ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে বলেন।শেখ হাসিনা বলেন,ডেঙ্গুর প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি কতগুলো নির্দেশনা দিয়েছি। আমি মনে করি, আমাদের পার্টির মানুষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে মশার বংশবিস্তার যাতে না হতে পারে তার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে এবং নিজেদের, পরিবারকে সুরক্ষিত রাখা, ঘর-বাড়ি সুরক্ষিত করা হয় সেজন্য সবাইকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। শোকের মাস উপলক্ষে কৃষক লীগের রক্তদান ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করে স্বেচ্ছায় রক্ত দেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন,শোকের মাস বারবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসে আর বার বার আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা কী হারিয়েছি! আজকে শোকের মাসের প্রথম দিন। আমাদের আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলো নানা কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে। সেই অনুযায়ী কৃষক লীগ রক্তদান ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচি করছে।মুমূর্ষু রোগীর জীবন রক্ষায় ত্যাগ স্বীকার যে কোনো মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, মানবতার। ১৫ অগাস্ট সামনে রেখে রক্তদান কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছি। রক্ত দিলে রক্ত কমে না, বরং বাড়ে।আমাদের দলের সকল নেতাকর্মী, মুজিব আদর্শকে যারা বিশ্বাস করে, আমি তাদেরকে আহ্বান করব- রক্ত দান করতে।

আর্ত-মানবতার সেবায় আত্মত্যাগ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। এ থেকে যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, যে আনন্দ পাওয়া যায়, ভোগে পাওয়া যায় না ত্যাগেই পাওয়া যায়।রক্তদানের পাশাপাশি বৃক্ষরোপন কর্মসূচি উদ্বোধনের ঘোষণা দিয়ে দলের সব নেতাকর্মীকে তিনটি করে গাছ লাগানোর পরামর্শ দেন শেখ হাসিনা।জন প্রতি অন্তত পক্ষে তিনটা করে বৃক্ষ রোপন করবেন। একটি বনজ, একটি ভেষজ ও একটি ফলজ।জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপনের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।শোকের মাসের কর্মসূচি উদ্বোধন ঘোষণায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন মেয়ে শেখ হাসিনা।তিনি বলেন,জাতির পিতা রক্ত দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছিলেন, প্রয়োজনে তিনি রক্ত দেবেন, ঠিকই তিনি রক্ত দিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে।দেশ আজকে এগিয়ে যাচ্ছে, যখন কোনো একটি ভালো কাজ হয়, দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয় তখন আমি চিন্তা করি, আমার আব্বার আত্মাটা শান্তি পায়। নিশ্চয়ই তিনি বেহেস্ত থেকে দেখেন।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার আদর্শ, তার লক্ষ্য ও চিন্তা-চেতনাকে বাস্তবায়ন করে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য ক্ষমতায় এসেছি। কতটুকু পেরেছি বাংলার মানুষ তা বিচার করবেন।আগামী ৩ অগাস্ট লন্ডনে প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের নিয়ে শোকের মাসের কর্মসূচি পালন করবেন বলে জানান তিনি।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি অল্প দিনের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০১।। ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা অল্প দিনের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক।তিনি বলেন,আমরা সব সময় ডেঙ্গু পরিস্থিতি মনিটরিং করছি। আমরা মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করছি, মশা মারার জন্য নতুন ওষুধ আনছি। আমরা বিশ্বাস করি পরিস্থিতি অল্প দিনের মধ্যে ম্যানেজ হয়ে যাবে। আপনাদের কাছে সহযোগিতা চাই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের মেয়র ও বিশিষ্ট চিকিৎসকদের নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।জাহিদ মালেক বলেন, প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে চিকিৎসাধীন থেকেও ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিদিন খোঁজ নিচ্ছেন ও নির্দেশনা দিচ্ছেন। আমাদের উদ্যোগের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয়ে সব কাজ চলছে।তিনি বলেন, সারাদেশে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন ১৭ হাজার ১৬৩ জন রোগী। চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ১২ হাজার ছয়ের পাতায়

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের নীলনকশাকারীদের মুখোশ উন্মোচন করা প্রয়োজন : ত

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

নীলাকুরিঞ্জি ফুলের বিশিষ্ট

আমাদের পৃথিবীতে এমন অনেক আশ্চর্য জিনিস আছে যা আমরা অনেকেই জানি না। এরই মধ্যে বিশ্বে বিরলতম একটি ফুলের নাম নীলাকুরিঞ্জি। দুর্লভ এই ফুল ১২ বছরে একবার ফোটে। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কেরালা রাজ্যের মুন্নার শহর থেকে দূরে নির্জন পাহাড়ি এলাকায় এই ফুলের দেখা মেলে। পর্বত মালাটি কে নীলকুরিঞ্জিফুলের রাজ্যও বলা যায়। গোটা পর্বতের সারি ঢাকা পড়ে যায় এক আশ্চর্য নীল গালিচায়। এই ফুল প্রকৃতির এক বিস্ময়। সারা বছর তো নয়ই, এমনকি প্রতি বছরে কোনও বিশেষ সময়েও এই ফুল ফোটে না। এখানকার আদিবাসীদের কাছে এই ফুল শুভ বার্তার প্রতীক। এর বিজ্ঞানসম্মত নামটিও বেশ চমকপ্রদ, স্ট্রোবিল্যান্থেস কুনথিয়ানা।কেউ হঠাত করে ফুলটিকে দেখলে এর তেমন কোনো বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়বে না। ফুলটি দেখতে অনেকটা ঘণ্টার মতো। সাধারণত ফুলগুলো থোকায় থোকায় দলবদ্ধভাবে ফোটে। তাই আলাদাভাবে এই ফুল লোকজনকে খুব একটা আকর্ষণ করার কথা নয়। প্রায় আগাছার মতোই ফুলের গাছগুলো নিজের মতো করে বাঁচে-মরে; আবার নতুন করে পাতা জন্মায়, প্রকৃতির খেয়ালে নিজের মতো করেই বেড়ে উঠে।কিন্তু যখন ফুল ফেঁটার সময় আসে, তখনই বনের চেহারাটাই পাল্টাতে থাকে। কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটা পর্যন্ত প্রতিনিয়ত রং বদলাতে থাকে এই ফুলের।কুড়ি থেকে ধীরে ধীরে এই ফুল যখন ফুটতে থাকে, তখন নীল থেকে নীলচে-বেগুনি ও সবশেষে ফিকে বেগুনি রং ধারণ করে এই ফুল। ফুল ফোটার প্রকৃত সময় প্রায় প্রজাতির ক্ষেত্রে এই ফুল ফোটে প্রতি ১২ বছরে মাত্র একবার। কিন্তু কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে এর ভিন্নতাও দেখা যায়। কয়েকটি প্রজাতির বেলায় এই ফুল ফুটতে ১৬ বছরও সময় লেগে যায়। ১২ বছর পর পর এই ফুল ফুটলেও ওই বছরের যেকোনো সময়ই কিন্তু এই ফুলের দেখা পাওয়া যায়। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় একবার মাত্র নীলকুরিঞ্জি ফুল ফোটে। সাধারণত জুলাই থেকে ডিসেম্বর হলো এই ফুল ফোটার আদর্শ সময়। পিক সিজন হলো আগস্ট থেকে অক্টোবর। তখন গাড়োয়ালের ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সকেও হার মানায় এই ফুলের উপত্যকা।

জানেন কি মধুমেহ রোগীদের কতোটা ফল খাওয়া উচিত?

বিনোদন ডেস্ক : এখন চলছে ফলের মৌসুম। চারদিকে শুধু ফল আর ফল। নানা রংয়ের বিভিন্ন স্বাদের দেশি-বিদেশি ফলে ভরপুর। এই সময় কম বেশি সবাই ফল খেয়ে থাকেন। কিন্তু যারা রোগী বিশেষ করে যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে। তারা কি ফল খাবেন না?চিকিতসা বিজ্ঞান বলছে তাদেরও ফল খাওয়া একেবারেই নিষেধ নয়। তবে ফলমূল খাওয়ার বেলায় তাদের হিসাব করে অর্থাত চিকিতসকের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে।ডায়াবেটিস রোগীর খাবারের বেলায় ক্যালরী, শর্করা, প্রোটিন এবং ফ্যাট ইত্যাদি বিবেচনা করে খেতে হয়। এগুলো যে খাবারে কম থাকে সেগুলো রোগীর জন্য খাওয়া উত্তম।ডায়াবেটিস রোগী দিনে কোন ফল কতটুকু খেতে পারবেন:আম: সর্বত্র এখন আমের মৌ মৌ গন্ধ। এই ফলটি স্বাদে অতুলনীয়। খেতে সবারই মন চায়। ডায়াবেটিস রোগীও খেতে পারবেন। যার পরিমাণ ৩০ গ্রাম অর্থাত ছোট আমের অর্ধেক।কাঁঠাল: জাতীয় ফল কাঁঠাল। পুষ্টিগুণে ভরপুর। কিন্তু যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা ৫০ গ্রাম কাঁঠাল খেতে পারবেন। মাঝারি আকারের ৩টি কোয়া।লিচু: স্বল্প সময়ের ফল লিচু। ডায়াবেটিস রোগীরও মন চায় এই ফল খেতে। তবে তারাও খেতে পারবেন ৪০ গ্রাম লিচু। গুনে গুনে বড় আকারের ৬টা।আনারস: এই ফলও খেতে পারবেন, তবে ৬০ গ্রাম। সাড়ে তিন ইঞ্চি মাপের এক অথবা দুই টুকরা।তরমুজ: এই ফল খাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন না ডায়াবেটিস রোগী। তরমুজ খাবেন ১৫০ গ্রাম। ৩.৫ ইঞ্চি শ্র৩.৫ ইঞ্চিশ্র ৬ ইঞ্চি সাইজের এক ফালি।পেয়ারা: কাঁচা পেয়ারা বেশি খেতে পারবেন তবে পাকা পেয়ারা খেতে পারবেন ৪০ গ্রাম। অর্থাত বড় সাইজের ১টি।পেঁপে: কাঁচা অবস্থায় যত খান বাধা নেই। ডায়াবেটিস রোগীরা ৬০ গ্রাম পাকা পেঁপে খেতে পারবেন। ৩.৫ ইঞ্চি শ্র২ .৫ ইঞ্চি মাপের এক টুকরা।আতা ফল: গ্রাম বাংলার ফল আতা। ৩০ গ্রাম ওজনের মাঝারি সাইজের একটি ফল খাওয়া যাবে।পাকা কলা: ডায়াবেটিস রোগী পাকা কলা খেতে পারবেন ২৫ গ্রাম। যা একটি কলার অর্ধেক।বেদানা: বেদানা খেতে পারবেন ৪০ গ্রাম। একটি ফলের অর্ধেক।মিষ্টি বরই: টক বরই বেশি পরিমাণে খেতে পারবেন এই রোগীরা। কিন্তু মিষ্টি বরই ২৫ গ্রাম খাওয়া যাবে। মাঝারি আকারের ৬টি।কমলা: কমলা খাওয়া থেকেও বঞ্চিত হবেন না। এই ফল ৬০ গ্রাম খাওয়া যাবে। মধ্যম আকারের একটি।আপেল: ডায়াবেটিস রোগীরা মাঝারি সাইজের একটি আপেল খেতে পারবেন। যার ওজন হবে ৪০ গ্রাম।মাল্টা: এই ফল খাবেন ৫০ গ্রাম। অর্থাত মধ্যম আকারের একটি।নাসপাতি: ৪০ গ্রাম নাসপাতি খাবেন। এটিও মাঝারি সাইজের হতে হবে।পাকা বেল: আধা কাপ পরিমাণ বেল খাবেন। যার ওজন হবে ৩০ গ্রাম।মনে রাখবেন এই ফলগুলো একদিনে সব খাওয়া যাবে না। প্রতিদিন এর মধ্য থেকে একটি ফল খেতে পারেন।

হলিউডের ছবিতে ডিম্পল কপাডিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস শ্যুটিংয়ের দৃশ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার হলিউডে পাড়ি দিলেন অভিনেত্রী ডিম্পল কপাডিয়া। জনপ্রিয় হলিউড পরিচালক ক্রিস্টোফার নোলানের আগামী ছবি ''টেনেট''-এ দেখা যাবে ডিম্পলকে। ইতিমধ্যেই নেটদুনিয়ায় ফাঁস হয়েছে ডিম্পলের লুক।চলতি বছরের মে মাসেই খবর মিলেছিল ক্রিস্টেফার নোলানের ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন বলিউডের এই বর্ষীয়ান অভিনেত্রী। এবার নেটদুনিয়ায় মাধ্যমে ফাঁস হয়েছে টেনেট ছবিতে ডিম্পল-এর লুক। ছবির শ্যুটিং সেট থেকে ফাঁস হওয়া ছবিতে ডিম্পলকে দেখা গেছে সাদা পোশাকে, তাঁর গায়ে একটি প্রিন্টেড শাল জড়ানো রয়েছে। বদলে গিয়েছে তাঁর চুলের রং। তাঁর চুলে সোনালি ও ধূসরের মিশ্রণে নতুন ছোঁয়া দেওয়া হয়েছে। পাশে দেখা যাচ্ছে পরিচালক নোলানকে। খুব সম্ভবত ডিম্পলকে ছবির চিত্রনাট্য বোঝাচ্ছিলেন পরিচালক।এই মুহূর্তে এস্টোনিয়াতে চলছে ছবির শ্যুটিং। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ইতালি ছাড়াও ভারতেও এই ছবির শ্যুটিং হবে বলে জানা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, সেপ্টেম্বরে মুম্বইয়ের তাজ হোটেলের সংলগ্ন এলাকায়, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া ও কোলাবা মার্কেটেও শুট হওয়ার কথা। ডিম্পল ছাড়াও ছবিতে রয়েছেন রবার্ট প্যাটিনসন, জন ডেভিড ওয়াশিংটন, মাইকেল কেন সহ বেশ কিছু জনপ্রিয় তারকা। যদিও ছবির কাহিনি সম্পর্কে এখনও মুখ খোলেননি নির্মাতারা।

বিছানায় প্রস্রাব মানসিক সমস্যা

তুর্যের বয়স ৮। তবুও প্রায় রাতেই সে ঘুমোয় ঘোরে প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায়। আর এ নিয়ে তার মায়ের অনেক ভাবনা, বেশির ভাগ সময় রাতটা কাটে উৎকণ্ঠায়। কোথাও বেড়াতে গেলে রাতে থাকা হয় না লজ্জায়।

বাচ্চার এই সমস্যার জন্য অনেক হুজুর দেখনো হয়েছে, ঝাড় ফুঁক করানো হয়েছে, এমনকি তাবিজ কবজও দেওয়া হলো। নাহ কিছুতেই কোনো উন্নতি হয় না। কী যে হলো তুর্যের? কী এমন বদনজর লাগল ওর? কে এমন ক্ষতি করল? এরকম আরও কতো কতো দুশ্চিন্তা।

আসলে এই ধরনের সমস্যা কোনো বদনজর বা করো ক্ষতি করার কারণে হয় না, এটি একটি মানসিক সমস্যা।

সাধারণত, ৪-৫ বছর বয়সের মধ্যে একটি শিশু তার প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে ফেলে। কিন্তুকোনো কোনো সময় শিশুর এই বয়সের পরেও প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিশেষ করে রাতে ঘুমালে বিছানা ভিজায়।

এ সমস্যা মানসিক কারণ ছাড়াও শারীরিক কারণে হতে পারে। তাই শারীরিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হতে পারে না।

অনেক সময় শিশু নিজের অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রস্রাব করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, সেগুলো বোঝার চেষ্টা করুন এবং তাতে সাড়া দিন। রাতে নির্দিষ্ট সময় পর পর শিশুকে বাথরুমে নিয়ে যান এবং তাকে প্রস্রাব করার জন্য উৎসাহ দিন।

যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিছানায়প্রস্রাব করে এমন শিশুর জন্য নিয়ম নীতি মেনে চললে এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা গ্রহণ করলে শিশুর এ ধরনের সমস্যা ভালো হয়ে যায়।

যে শিশু যথেস্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও রাতে ঘুমালে বিছানা ভিজায় তাকে সন্ধ্যার পর অতিরিক্ত জল পান করাবেন না, রাতে তাকে ঘুম থেকে তুলে প্রস্রাব করাবেন।

যে রাতে সে বিছানা ভেজাবে না তার পরবর্তী সকালে তাকে ছোট কোনো উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করুন। হিসাব রাখুন মাসে কতদিন প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায় আর কতদিন বিছানা ভেজায় না এবং যেকটি দিন প্রস্রাব করে বিছানা ভিজায় না তা হিসাব করে তাকে ছোট কোনো উপহার দিন। তাহলে শিশু খুশি হবে এবং বিছানাতে প্রস্রাব না করার জন্য উৎসাহ বোধ করবে এবং সেই সাথে তার মনোবলও বাড়বে। যদি তারপরও শিশু রাতে প্রস্রাব করে বিছানা ভিজায় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এধরনের সমস্যার জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা আছে যা অনেক কার্যকরী। এ রোগের জন্য কার্যকরী ওষুধ ও চিকিৎসা আছে। পরিবারের সদস্যদের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন শিশু কিশোরদের মানসিক সমস্যা এবধ ব্যাধি নিরাময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

অ্যালার্জি মুক্ত রাখলেও দাঁতে নখ কাটা ভালো নয়

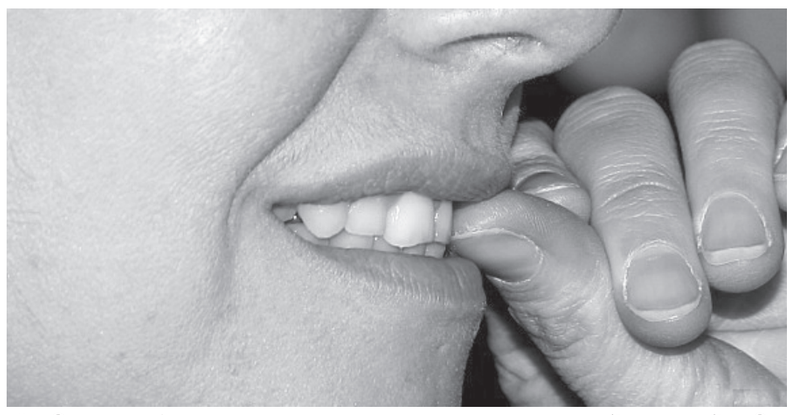

দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই রয়েছে। সাধারণত এটি একটি বদ অভ্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে শিশুকাল দাঁত দিয়ে নখ কাটার কিছু সুফলও রয়েছে এমন মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, যেসব শিশুরা দাঁত দিয়ে নখ কাটে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল মুখে রাখে পরবর্তী জীবনে তাদের অ্যালার্জি হয় না।

ইউনিভার্সিটি অবওটাগো'র গবেষকরা ১৯৭২-৭৩ সালে জন্ম নেওয়া ১ হাজার ৩৭ টি শিশুর বড় হওয়ার পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে এ মত দিয়েছেন। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

দাঁত দিয়ে নখ কাটলে নানা ধরনের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ হাত থেকে আমাদের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করে।

এর আগে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, আবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাপ্ত বয়সীরা দাঁত দিয়ে নখ কেটে থাকেন।

গবেষণায় উঠে এসেছে, ১৩ বছর বয়সীদের যাদের শিশুকাল থেকেএ দু'টি অভ্যাস রয়েছে তাদের ৩৮ শতাংশ সাধারণ অ্যালার্জি রয়েছে। অন্যদিকে ৪৯ শতাংশের কোনো অ্যালার্জি নেই। এর কারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন গবেষক হ্যানকক্স। তিনি বলেন, এই অভ্যাসকে উৎসাহিত করার কোনো কারণ নেই। তবে যাদের শিশুকাল থেকে এই অভ্যাস রয়েছে তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এসব শিশুরা বড় হওয়ার পরে তারা অ্যালার্জি মুক্ত। এমনকি অ্যাজমা ধরনের রোগও তাদের কম হয় না।

চোখের পলক কেন ফেলি?

গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুম থেকে জাগার পর থেকে ফের ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত পুরো সময় অধিকাংশ মানুষ প্রতি মিনিটে ১০ থেকে ২৫ বার চোখের পলক ফেলে। অর্থাৎ ঘন্টায় চোখের পলক ফেলে ১,২০০ বার। কিন্তু অমরা অনেকেই জানি না, চোখ খোলা বা বন্ধ থাকলে কি হয়!

চোখের মণি পরিস্কার এবং চোখেরআদ্রতা ধরে রাখতে আমরা পলক ফেলি। এর বাইরেও কিছু শারীরিক এবং মানসিক বিষয় খুঁজে বের করেছেন গবেষকরা।

দৃস্টি সুনির্দিষ্ট করতে

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার একটি গবেষণায় উঠে এসেছে কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখতে আমরা চোখের পলক ফেলি। এতে আমাদের দৃষ্টি সুনির্দিষ্ট হয়। 'আমাদের চোখের পেশিগুলো তেমন সতর্ক নয়। ক্রমাগতভাবে আমাদের চোখ বাইরে থেকে তথ্য নিয়ে মস্তিষ্কে পাঠায়। পলক ফেললে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়" বলেন প্রধান গবেষক গেরিট মস।

তিনি আরও বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে চোখের পলক ফেলার আগে এবং পরে আমাদের দৃষ্টিতে পার্থক্য হয়। একই সঙ্গে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়। তথ্য সমন্বয় করতে একটু পেছনের কথা, গত বছরের আগস্ট মাসে জার্মানির এক বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় আবিষ্কার করেন আমাদের চোখের নড়াচড়ায় মস্তিষ্ক তথ্য সমন্বয় করে। বিষয়টি এতোদিন সম্পূর্ণ অজানা ছিলো আমাদের কাছে। পরিবর্তন লক্ষ্য করতে

চোখের পলক ফেলার পরই আমরা নতুন বিষয় লক্ষ্য করি। পলক ফেললে আমাদের স্নায়ুতে নতুন সংকেত যায়। এভাবে আমাদের সামনে থাকা বিষয়গুলোর মধ্যে নতুন কিছু লক্ষ্য করি আমরা, যা হয়তো সামনে থাকার পরও লক্ষ্য করা হয়নি।

৫ মিনিটেই ভ্যানিস করুন চোখের তলার কালি

চোখের কোলে কালি পড়ে যাওয়া। এ এক ভয়ঙ্কর সমস্যা মেয়েদের। চোখের কোলে কালি এক মুহূর্তে নঠ করে দিতে পারে সমস্ত সৌন্দর্য। কিভাবে মুণ্ডি পাবেন এই চোখের কোলের কালি থেকে?

শুধু মেয়েরাই নন, ছেলেরাও এখন ভুগছেন চোখের কোলের কালির সমস্যায়। এই চোখের কোলে কালি পড়ে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। সাধারণ আমরা ভেবে থাকি যে, ঘুম কম হওয়ার জন্য চোখের কোলে কালি পড়ে যায়। কিন্তু শুধু এই একটাই কারণ নয়। ডার্ক আই সার্কেল' বা চোখের কোলে কালি পড়ার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। অ্যালার্জি, ডায়াবিটিস , অ্যানিমিয়া, অতিরিগু কাজের চাপ, এগজিমা, অতিরিগু ঘুম, প্রভৃতি এরকম অনেক কারণের জন্য চোখের কোলে কালি পড়তে পারে।

এমনকি খুব কাঁদলে কিংবা খাবারে বেশি পরিমাণে নুন কিংবা অতিরিগু পরিমাণে অ্যালকোহল বা ধূমপান করার জন্যেও এই সমস্যা দেখা দেয়। একবার চোখের কোলে কালি পড়ে গেলে তা কমানো খুবই কষ্টকর কাজ। বাজারে প্রচুর প্রোডাক্ট বিক্রি হয়। কিন্তু তাতে আপনি খুব একটা উপকার পাবেন না। কিন্তু ঘরোয়া পদ্ধতিতে এমন একটি উপায়রয়েছে, যাতে খুব কম সময়ে আপনি চোখের কোলের কালিরমতো স্থায়ী সমস্যা থেকে মুণ্ডি পেতে পারেন।

আপনার বাড়িতে খাবার সোডা রয়েছে নিশ্চয়ই? তাহলে এক চামচ খাবার সোডা জলে গুলে একটা পেস্ট তৈরি করুন। এবার সেই পেস্ট আপনার চোখের কোলে ভালো করে লাগিয়ে দিন। ৫ থেকে ১০ মিনিট সেই পেস্ট রেখে দিন। পেস্টটি শুকিয়ে গেলে একটা নরম কাপড় বা টিস্যু পেপার দিয়ে হালকা হাতে পেস্টটি তুলে দিন। এরকমভাবে কয়েকদিন বেকিং সোডা ব্যবহার করলেই দেখবেন আপনার চোখের তলার কালি ভ্যানিস হয়ে গিয়েছে।

স্বীকৃত রোগের তালিকায় ঢুকছে ভিডিও গেমস আসক্তি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) চিহ্নিত 'ব্যাধির' তালিকায় ঢুকতে যাচ্ছে ভিডিও গেমস আসক্তি। বিশেষজ্ঞরা ইলেক্টনিক গেমসের মধ্যে আসক্তির ঝুঁকি শনাক্ত করায় 'গেমিং ডিজঅর্ডার' নামে এ ব্যধি হু'র ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অব ডিজিজ'র (রোগের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত শ্রেণী বিন্যাস, আইসিডি) ১১ তম সংস্করণে স্থান পেতে চলেছে। শুক্রবার জেনেভায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বিষয়টি উপস্থাপন করেন হু'র মুখপাত্র তারিক জাসারেভিক। বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার ভিত্তিতে বিভিন্ন রোগ ব্যাধির শ্রেণীবিন্যাস ও তালিকাভুক্তির নেতৃত্ব দেয় হু। তাদের আইসিডির ১১ তম সংস্করণ প্রকাশ হচ্ছে চলতি বছরের জুলাইতে। 'গেমিং ডিজঅর্ডার' বলতে হু'র বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ডিজিটাল অথবা ভিডিও গেমিং প্ল্যাট ফর্মের একটি বিশেষ আচরণগত বৈশিষ্ট্য, যা মানুষের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের তুলনায় গেমিংকে বেশি প্রাধান্য দেয়। এর আরেকটি লক্ষণ হিসেবে বলা হচ্ছে, নেতিবাচক পরিণতি ঘটার পরেও গেমস খেলা চালিয়ে যাওয়া বা গেমস খেলার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া।হু'র মুখপাত্র বলেন, কেউ একজন যদি এক বছর ধরে গেমসের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণবোধ কড়েন, তবে তিনি এই গেমিং ডিজঅর্ডারে' আক্রান্ত বলে মনে করা হবে। তারিখ জাসারেভিক বলেন, গেমি ডিজঅর্ডা একটি নতুন ব্যাধি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে। যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ না থাকলেও বিশেষজ্ঞরা এটাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বে অনেকেই আছে, যারা এ সমস্যা থেকে মুক্তি চায়।

আপনি দিবাস্বপ্নে আসক্ত?

স্বপ্ন কেবল রাতঘুমে নয়, জেগে জেগে দিনেও দেখা যায়! প্রতিটি মানুষই দিবাস্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। কিন্তু কিছু বিশেষজ্ঞ বলছেন, যদি দিনে স্বপ্ন হার বেশি হয় এবং তা আপনার প্রাত্যহিক জীবন যাপনকে বাধাগ্রস্ত করতে শুরু করে, তাহলে বুঝতে হবে, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার সময় এসে গেছে।মনোবিজ্ঞান এ বিষয়টিকে বলছে 'ম্যালাডাপটিভ ডেড্রিমিং'।

কিভাবে বুঝবেন, আপনি দিবাস্বপ্নে আসক্ত এবং এর ঝুঁকি কি কি? বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন, প্রথমেই একটি বিষয় আপনাকে গুরুত্বের সঙ্গে বুঝে ফেলতে হবে। তা হলো, 'ডেড্রিমিং' নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। শুধু তাই নয়, বিষয়টি স্বাভাবিক এবং কখনও কখনও বরং স্বাস্থ্যকর।

সাইকোলজি টুডে'র মতে, ৯৬ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাদের প্রাত্যহিক স্বপ্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। যদিও বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি, কেন আমরা স্বপ্ন দেখি। অনেক মনোবিজ্ঞানী কারণ হিসেবে বলছেন, আমাদের আচারণ ব্যবহার মস্তিষ্ককে কাজ করতে সহায়তা করে। একইসঙ্গে যখন আমাদের বাইরে থেকে প্রেরণার প্রয়োজন হয়, তখন কাজের দিকে ধাবিত হতে মস্তিষ্ককে তৈরি করে। দিবাস্বপ্ন এর অংশ হতে পারে।

তবে ভিন্ন মত দিচ্ছেন ইসরায়েলের হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক আলী সোমার ।তিনি বলেছেন, অতিমাত্রায় দিবাস্বপ্ন দেখা মনস্তাত্বিক অসঙ্গতি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। জানা গেছে, ডেড্রিমারসরৌ দিনের অধিকাংশ সময় স্বপ্ন দেখেই কাটিয়ে দেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে সোমার বলেন, ৫৭ শতাংশ সময়ই তারা বয়ে করে ফেলেন এভাবে। শুধু তাই নয়, তারা নানা ধরনের স্বপ্ন দেখেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের স্বপ্ন বড় হয় না। প্রেরণাদায়ক কিছু যে তারা দেখেন, এমনটিও নয়। কখনও কখনও তাদের স্বপ্নে হাজির হয় কল্প বা ঐতিহাসিকচরিত্র, সেলিব্রিটি এবং ব্যক্তি নিজেকে সফলতার যে চূড়ায় দেখতে চান স্বপ্নে নিজেকে সেই চরিত্রে দেখতে পান।ব্যক্তি ভেদে স্বপ্নের বিষয়বস্তুর পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে, তাদের স্বপ্ন মূলত বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ হয়। যেমন, তিনি লটারি জিতেছেন।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল অনুযায়ী, ম্যালাডাপটিভ ডেড্রিমারদের ক্ষেত্রে অ্যাটেনশান- ডেফিসিট এবং অবসেসিভ- কমপালসিভ সিম্পটমে আক্রন্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। জ্যাকসনভাইলের ২৭ বছর বয়সী রাচেল বেনেট বলেন, 'যদিও আমি দিনের অধিকাংশ সময় ঘরে থাকতাম, কিন্তু দিবাস্বপ্নে বাইরেই থাকতাম বেশি।'

সোমার আরও বলছেন, জীবনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে নিজেকে আড়াল করতে বা কঠিন কোনা বাস্তবতা থেকে পালানোর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ম্যালাডাপটিভ ডেড্রিমিং হতে পারে।

বৃহস্পতিবার বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি শিবরাজ সিং ওমুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

শহরের প্রবীণ নাগরিকদের সুরক্ষায় বৃদ্ধ দম্পতির বাড়িতে সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি.স.) : শহরের প্রবীণ নাগরিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় বাড়তি নজর কলকাতা পুলিশেরঊ শহরের একাকী বৃদ্ধ দম্পতির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রত্যেক বৃদ্ধ দম্পতির বাড়িতে সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই সেই বিষয়ে শুরু হয়ে গেছে কাজ।

বুধবারই লালবাজারে সব ডিসি, অতিরিক্ত কমিশনার দের নিয়ে বৈঠক করেন পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। তারপর প্রত্যেক থানার ওসিকে ডেকে নির্দেশ দিয়েছেন, নিজেদের এলাকায় কোন কোন বাড়িতে বৃদ্ধ দম্পতি থাকেন, বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা একা থাকেন, তা নিশ্চিত করে সেখানে বাড়ির ভিতরে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগাতে। সেই সিসিটিভির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ থাকবে সংশ্লিষ্ট থানার। অর্থাৎ, থানায় বসেই বাড়ির উপর নজর রাখতে পারবে পুলিশ। দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মার নির্দেশ, একা বসবাসকারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বাড়ি আনতে হবে সিসিটিভি নজরদারির আওতায়। বৃহস্পতিবার তাঁরই নির্দেশে নিউ আলিপুরের ওসি নেতাজিনগর এলাকার এক বৃদ্ধার বাড়িতে যান। ওসির তত্ত্বাবধানে লাগানো হয় সিসিটিভি। স্থানীয় থানা থেকে ওই সিসিটিভিগুলিতে নজরদারি চালানো হবে। এছাড়াও ওই বৃদ্ধার ঘরের দেওয়ালে জরুরিকালীন, গুরুত্বপূর্ণ একাধিক নম্বর লিখে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে খুশি ওই বৃদ্ধা। পুলিশ কমিশনারের দেওয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী যে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা মুলত একা থাকেন, অথবা যে বৃদ্ধ দম্পতির সন্তান কাছে থাকেন না, তাঁদের উপর মূলত গুরুত্ব দিতে হবে। তৈরি করতে হবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ডেটাবেস, যাতে তাঁদের সম্পূর্ণ পরিচয়, আয়া বা নার্স, যাঁরা প্রত্যেকদিন বাড়িতে আসেন, দুধওয়ালা বা কাগজওয়ালাদের পরিচয় জানা হবে। বাড়িতে কোনও মিস্ত্রি কাজ করলে তা যেন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধারা পুলিশকে জানান। কোন ঠিকাদারের আওতায় কোন মিস্ত্রিরা কাজ করছে, তা জানতে হবে পুলিশকে। এখন কলকাতা পুলিশের প্রণাম প্রকল্প ১৪ হাজার সদস্য-সদস্যা রয়েছেন। প্রত্যেকেই যাতে 'প্রণাম' প্রকল্পের আওতায় আসেন, তা দেখতে হবে। প্রত্যেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বাড়িতে অ্যালার্ম বেল থাকবে। কোনও সমস্যা দেখলেই তিনি সেই অ্যালার্ম বাজিয়ে বাইরের লোককেও সতর্ক করতে পারবেন। একাকী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য এই ধরনের একগুচ্ছ ব্যাবস্থা নিয়েছে কলকাতা পুলিশ ঊ

প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে নেতাজিনগরে খুন হয়েছেন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। তার কিছুদিন আগে বেহালায় বৃদ্ধা খুন হয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরেও নৃশংসভাবে খুন করা হয় বৃদ্ধ দম্পতিকে। পরপর এই ঘটনার জেরে এবার এসওপি তৈরি করল লালবাজার। বুধবার কলকাতা পুলিশের প্রত্যেক পদস্থ কর্তা এবং মূলত দক্ষিণ কলকাতার থানার আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেন পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। লালবাজারের এক কর্তা জানান, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিরাপত্তার জন্য কলকাতা পুলিশের প্রকল্প 'প্রণাম' রয়েছে। এবার এসওপি বা বিশেষ নির্দেশিকা তৈরি করে প্রত্যেক ডিভিশনের ডিসি এবং থানার ওসিদের তা পাঠানো হচ্ছে। প্রবীণদের জন্য একটি হেল্পলাইন রয়েছে। সেই নম্বর — ৯৮৩০০৮৮৮৮৪। তাতে কেউ ফোন করলেই পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নম্বরটি ১০০ ডায়ালের সঙ্গে যুক্ত করা হতে পারে।

কড়া ভাষায় তিন তালাক বিলের সমালোচনা করেলেন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি.স.) : কড়া ভাষায় তিন তালাক বিলের সমালোচনা করেলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী ও জমিয়েত উলেমা এ হিন্দের পশ্চিম শাখার প্রধান সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি । এই বিল মুসলিম মহিলাদের দুর্দশার কারণ হবে বলে তাঁর মত। কোনওবাবেই এই বিলকে মুসলিম সমাজ মেনে নেবে না বলে জানান তিনি। রাষ্ট্রপতির শিলমোহর দেওয়াকে তিনি মেনে নিচ্ছেন না বলেও দাবি সিদ্দিকুল্লার।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ সম্মতি দেন তাতণিক তিন তালাক বিলে। অর্থাত রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আইনে পরিণত হয়ে গেল সেই বিলটি। যার ফলে কোনও মুসলিম পুরুষ তাঁর স্ত্রীকে তাতেণিক তিন তালাক দিলে সেই অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁকে জেল খাটতে হবে। তবে এই বিলকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী ও জমিয়েত উলেমা এ হিন্দের পশ্চিম শাখার প্রধান সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি । বৃহস্পতিবার তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন এই বিল তিনি মানছেন না। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিদ্দিকুল্লা দাবি করেন মুসলিম মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে কেন্দ্র সরকার। এই সম্প্রদায়ের মহিলাদের নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি না ভেবেই কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মত তাঁর।

ডায়মন্ড হারবারে হুগলী নদীর বাঁধে বিশাল ধস, তলিয়ে গেল বিস্তীর্ণ অঞ্চল

ডায়মন্ড হারবার, ১ আগস্ট (হি.স.): আচমকা নদী বাঁধে বিশাল ধস নামল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে। ডায়মন্ড হারবার জেটিঘাটের কাছে বিশাল এলাকা জুড়ে ধস নামে। এর ফলে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হুগলী নদীর গর্ভে ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে। ঘটনার জেরে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওই অংশে বন্ধ রাখা হয়েছে যান চলাচল।

ডায়মন্ড হারবারকে সাজিয়ে তুলতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চলছে সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের কাজ। ঠিক সেই প্রকল্পের পাশেই বৃহস্পতিবার সকালে এলাকার মানুষজন বিশাল ধস দেখতে পান। ধীরে ধীরে নদীর পাড় থেকে শুরু করে জাতীয় সড়ক সমস্ত কিছু তলিয়ে যেতে থাকে। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ, সেচ দফতরের আধিকারিক ও প্রশাসনের অন্যান্য কর্তারা ঘটনাস্থলে এসে বন্ধ করে দেন ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল। পাশাপাশি প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত এই বাঁধ মেরামতির চেষ্টা শুরু হয়েছে।

টানা বৃষ্টিতে গুজরাটে হত ৬ জন, ব্যাহত জনজীবন

ভাদোদরা, ২ আগস্ট (হি.স.) : টানা বৃষ্টিতে প্লাবিত গুজরাটের ভাদোদরা। একটানা প্রায় বারো ঘণ্টার বৃষ্টিতে জল থইথই চতুর্দিক। বৃষ্টি ও বজ্রপাতে ঘটছে প্রাণহানি। এখনও পর্যন্ত মোট ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আবহাওয়া খারাপ থাকায় বন্ধ রাখা হয়েছে বিমানবন্দর। ব্যাহত রেল পরিষেবাও। আচমকা এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার আরজি জানিয়েছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপাণি।

কোনও পূর্বাভাস ছিল না। তা সত্ত্বেও বুধবার সকাল থেকে আচমকাই গুজরাটের ভাদোদরায় বৃষ্টি শুরু হল। প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে একটানা চলে বৃষ্টি। ডুবে গিয়েছে রাস্তাঘাট। জলমগ্ন বিমানবন্দর। যার জেরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিমান ওঠানামা বন্ধ রাখা হয়েছে। জলের তলায় চলে গিয়েছে রেললাইন। যার জেরে বেশ কয়েকটি ট্রেন দেরিতে চলছে। অনেকগুলি ট্রেন বাতিলও করা হয়েছে। এদিকে, পরিস্থিতি বুঝে ওঠার আগেই বৃষ্টি ও বজ্রপাতে ঘটছে প্রাণহানি। এখনও পর্যন্ত মোট ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আবহাওয়া খারাপ থাকায় বন্ধ রাখা হয়েছে বিমানবন্দর। ব্যাহত রেল পরিষেবাও।

আতঙ্কিত জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। জাতীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কবে আবহাওয়ার উন্নতি হবে, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি। যদিও প্লাবিত এলাকার বাসিন্দাদের অযথা দুশ্চিন্তা না করার পরামর্শ দিয়েছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপাণি। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন প্রস্তুত বলেই জানান তিনি। প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানো হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, রাত আটটা পর্যন্ত কমপক্ষে ৪৪২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। গুজরাটের বিভিন্ন অংশে বৃহস্পতিবারও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলছে। অনবরত বৃষ্টিতে প্রায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ভাদোদরায়। আপাতত আবহাওয়ার উন্নতির কোনও পূর্বাভাস নেই বলেই জানিয়েছে জাতীয় আবহাওয়া দপ্তর। গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং গোয়া উপকূল দিয়ে ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। গত কয়েকবছরে একটানা বারো ঘণ্টা ধরে বৃষ্টি হয়েছে কি না, তা মনে করতে পারছেন না আবহাওয়াবিদরা।

পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ৩০শে আগস্ট বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি.স.) : আগামী ৩০ আগস্ট পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই বৈঠকে তিন হাজারেরও বেশি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করবে। বৈঠকে পুজো কমিটিগুলোকে সবুজ বাঁচান, পরিবেশ বাঁচান প্রভৃতির পাশাপাশি জলের অপচয় নিয়েও বার্তা দিতে আবেদন জানাবেন তিনি।

এবার খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে জনসংযোগে ব্রতী হতে দলীয় সাংসদ ও নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে, তৃণমূল চায় না কোনওভাবে কোনও পুজোর রাশ বিজেপি-র হাতে যাক।

দু-একটি পুজো কমিটি আগ্রহী হলেও বিজেপি-র সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রকাশ্য সমঝোতায় যাওয়ার ঝুঁকি নিতে পারছে না। কারণ, পুজোর মন্ডপের জন্য পুলিশ, দমকল প্রভৃতির যে অনুমতি নিতে হয়, তা ১৬ আনা রাজ্যের হাতে। এর মধ্যে দক্ষিণ কলকাতার নামী পুজো 'সঙ্ঘশ্রী' বিজেপি-র শিবিরের দিকে ঝুঁকতেই তাদের তৃণমূল আটকে দিয়েছে।

সূত্রের খবর, এই অবস্থায় প্রত্যেক বছরের মত এই বছরেও অনেক নতুন সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। যার মধ্যে বিজ্ঞাপনের উপরে ছাড়সহ বিদ্যুতের মাসুল ও বেশ কয়েকটি বিষয়ে নতুন করে পুজো কমিটিগুলোকে তিনি সুবিধা দিতে পারেন। যদিও এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী এখনও তার কোনও পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেননি।

৩৭ হাজারে নেমে গেল সেনসেক্স

মুম্বই, ১ আগস্ট (হি.স.) : শেয়ার বাজারে ধস অব্যাহত ঊ ৩৭ হাজারে নেমে গেল সেনসেক্স ঊ বৃহস্পতিবার ৭৮৭ পয়েন্ট পড়ে সেনসেক্স নেমে গেল ৩৭ হাজারে। গত ৫ মার্চের পর এই পতন সর্বনিম্ন। এদিকে, এদিন ৫০ পয়েন্ট পড়ে নিফটি নেমে যায় ১০ হাজার ৯০০-তে।

জুন মাস ধরে একের পর এক ধাক্কা সামলাচ্ছিল শেয়ার বাজার। যা অব্যাহত রইল আগস্টেও ঊ বৃহস্পতিবার ৭৮৭ পয়েন্ট পড়ে সেনসেক্স নেমে গেল ৩৭ হাজারে। গত ৫ মার্চের পর এই পতন সর্বনিম্ন। এদিকে, এদিন ৫০ পয়েন্ট পড়ে নিফটি নেমে যায় ১০ হাজার ৯০০-তে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয় যে, বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে ১,১৮৭টি শেয়ারের দাম অনেক নেমে যায়। বেদান্ত, জেএসডব্লিউ স্টিল, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, টাটা মোটর্স, টাটা স্টিল, হিন্ডালকো, ভারতী এয়ারটেলের মতো সংস্থার শেয়ারের দাম এ দিন সবচেয়ে বেশি

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে নতুন সময়সূচিতে পঠন-পাঠন শুরু হয়। ছবি- নিজস্ব।

হামলার ছক কষছে জঙ্গিরা ! অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ঈদের আগে সতর্ক বাংলাদেশ

ঢাকা, ১ আগস্ট (হি.স.) : অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ঈদের আগে সতর্ক বাংলাদেশ ঊ জঙ্গিরা শোকের মাস আগস্টে নতুন করে হামলা চালাতে পারে এমন আশঙ্কায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। গোয়েন্দা সূত্রে সরকারের সর্বোচ্চ মহলে জানানো হয় যে, নাশকতার ছক কষছে জঙ্গিরা। একথা জানার পরই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

এবারের আগস্টে উদযাপিত হবে ঈদ-উল-আজহা। অতীতে দেখা গেছে, শোকের মাস আগস্টে বার বার হামলা ও হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। জঙ্গি হামলা হয়েছে ঈদের জামাতে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল। সেদিন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। ২০০৪ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে ১৭ আগস্ট সারাদেশে ৬৪ জেলার মধ্যে ৬৩ জেলায় একই সঙ্গে বোমা হামলা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেতা থাকাকালে তাঁকে হত্যার চেষ্টায় ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভেনিউতে আওয়ামি লিগ কার্যালয়ের সামনে জনসভায় গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান হাসিনা। তবে প্রাণ যায় ২৪ নেতা-কর্মীর। ২০১৭ সালে ৩২ নম্বর ধানমন্ডিতে ১৫ আগস্টের শোক দিবসে জঙ্গি হামলার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পান্থপথে আত্মঘাতী হয় জঙ্গি সাইফুল ইসলাম। দেখা যাচ্ছে, আগস্ট মাস এলেই জঙ্গিরা নতুন পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামে। এসব ঘটনায় আগস্ট এলেই জঙ্গি হামলার এক অজানা আশঙ্কায় সামনে চলে আসে আতঙ্ক, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। এই প্রেক্ষাপটেই সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে এবারের আগস্টে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখা হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, দেশে জঙ্গিদের মেরুদন্ড ভেঙে দেওয়া হলেও একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা নেই এ কথা বলা যাবে না। তাই আগস্ট এলেই জঙ্গি হামলা হতে পারে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে প্রতিবেদন দিয়েছে গোয়েন্দা সংস্থা। জানা গেছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দেওয়া গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, জঙ্গিরা বারবার আগস্ট মাসকেই 'টার্গেট' করছে। শোকের মাস আগস্টে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে নাশকতা ও নৈরাজ্যের ছককষে

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

প্রতারণা মামলায় তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে মুকুল রায়কে, নির্দেশ দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.) : প্রতারণা মামলায় তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে মুকুল রায়কে। বৃহস্পতিবার বিজেপি নেতাকে কলকাতা পুলিশের তদন্তে সহযোগিতা করতে এই নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। তবে আগামী ১০ দিন গ্রেফতার করা যাবে না মুকুলকে। প্রতারণা মামলায় ব্যাংকশাল আদালতে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর দিল্লি আদালতে আবেদন করেছিলেন মুকুল রায়। সেই মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। উল্লেখ্য, বছরখানেক আগে বড়বাজারের বাসিন্দা এক রেলকর্মীর কাছ থেকে হিসাব-বহির্ভূত ৮০ লাখ উদ্ধার করা হয়েছিল। সেই মামলার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মুকুল রায়কে ডেকেছিলেন তদন্তকারীরা। তবে বিজেপি নেতা না আসায়, গত জানুয়ারিতে তাঁকে ডেকে পাঠানোর জন্য আদালতে আর্জি জানানো হয়েছিল। অভিযোগ, মোট তিনবার সমন পাঠানো হলেও হাজির হননি মুকুল রায়। অবশেষে গত সোমবার তাঁর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ব্যাংকশাল আদালত। তাঁর দাবি, "এই মামলাটিতে ইতিমধ্যেই রায়দান হয়েছে। তারপরও কেন জিজ্ঞাসাবাদ।" অন্যদিকে, বড়বাজারের আরও একটি জামিনযোগ্য মামলায় আদালতে উপস্থিত না হওয়ায়, মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কশাল আদালতে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। ওই পরোয়ানার বিরোধিতা করে বিজেপি নেতার আইনজীবীর তরফে দিল্লি আদালতে আবেদন করা হলে ৩১ জুলাই প্রথমে মামলার শুনানি হবে বলে জানায় আদালত। তবে রাজ্যের আইনজীবী সেদিন সুপ্রিম কোর্টে অন্য মামলায় ব্যস্ত থাকবেন জানা গেলে, দু"পক্ষের সম্মতিতে ১ আগস্ট মামলার শুনানি স্থির করা হয়।

শুরু থেকেই গোটা বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে "রাজনৈতিক প্রতিহিংসার" অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়।বিজেপি নেতা মুকুল রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে নোটিশ পাঠাল কলকাতা পুলিশ। আগামী ৩০ জুলাই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। গত বছর বড়বাজের এক ব্যক্তির থেকে ৮০ লক্ষ টাকা পায় কলকাতা পুলিশ। তাতে মুকুল রায়ের নাম পাওয়া যায়।

৮০০০ স্পাইক অ্যান্টি-ট্যাংক মিসাইল কিনছে ভারত, দাবি ইজরায়েলের

জেরুজালেম, ১ আগস্ট (হি.স.) : ইজরায়েল থেকে ৮০০০ স্পাইক অ্যান্টি-ট্যাংক মিসাইল কিনতে চলেছে ভারত। স্থানীয় এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইজরায়েলের কাছ থেকে ওই মিসাইল কিনছে ভারত। ইতিমধ্যে দুই দেশের মধ্যে এই সংক্রান্ত চুক্তি হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ভারতের সঙ্গে ইজরায়েলের মিসাইল কেনার ৫৫০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি হয়েছে। তবে এই রিপোর্ট সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রক। 'আরুৎজ শেভা' নামে ওই সংবাদপত্রের দাবি, ইজরায়েল ভারতে প্রত্যেক বছর প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র রফতানি করে। প্রতি বছর প্রায় ১০০ কোটি ডলারের

ছয়ের পাতায়

২১'র বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে বঙ্গে মমতার রণকৌশল সাজাবে প্রশান্ত কুমার

।। **অভিজিৎ রায়চৌধুরী** ।। **নয়াদিল্লী, ১ আগস্ট** ।। ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক রণকৌশল হাতে নিতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির উত্থানে রীতিমতো বঙ্গের রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা চলছে। এই পরিস্থিতিতে মমতা ব্যানার্জী রাজনৈতিক রণকৌশল প্রস্তুতকরক বলে কথিত ব্যক্তিত্ব প্রশান্ত কিশোরের সাথে কাজ করতে চলেছে। সূত্র অনুসারে জানা গিয়েছে, মূলত তিনটি বিষয়ে মমতা জোর দিচ্ছেন। এগুলি হল মমতাকে আরও সংযত হতে হবে অর্থা আক্রমণাত্মক আচরণ বন্ধ করা। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মতো বিষয়ে বক্তব্য প্রত্যাহার করা এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ে লিপ্ত না হওয়া।

ই-রিক্সা

● প্রথম পাতার পর

করলে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হবে। আজ থেকেই সে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক পুলিশ সুপার। প্রশাসনের কঠোর মনোভাবের ফলে ই রিক্সা চালকরা রীতিমতো বিপাকে পড়েছেন। তাদের রুটি রোজি স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। তাতে নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে বলে ইঙ্গিতও মিলেছে। কেননা ইতিমধ্যেই ই রিক্সার শ্রমিকরা আন্দোলনে সামিল হওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

তিনের পাতার পর

আসিয়ান রিজিওনাল ফোরামের (এআরএফ) সম্মেলনে যোগ দিতে আজই থাইল্যান্ড গেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে থাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডন প্রামুদ্বিনাই'র সঙ্গে বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে ডা. মোমেন বলেন, এ সমস্যা সমাধানে আসিয়ানের বর্তমান সভাপতি হিসেবে থাইল্যান্ডের কাছে বাংলাদেশের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে।

বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডনকে রোহিঙ্গা সংকট প্রলম্বিত হলে পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তা ঝুঁকির ব্যাপারে সতর্ক করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর ওপর বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরূপ প্রভাবের কথাও তুলে ধরেন। থাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সমস্যা সমাধানে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেন।বৈঠকে ড় মোমেন উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ সরকার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। উভয় মন্ত্রী বিদ্যমান দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্কের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর জোর দেন। তিনি থাইল্যান্ডকে বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধু চেয়ার পিএইচডি ফেলোশিপ চালুর জন্য তিনি থাই সরকারকে ধন্যবাদ জানান।উভয় মন্ত্রী দু'দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আরও যোগাযোগকে উৎসাহিত ও সুগম করার ব্যাপারে সম্মত হন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আগামী ৩ আগস্ট ঢাকা ফেরার কথা রয়েছে।

ওবায়দুল কাদের

তিনের পাতার পর

কারা তা আমরা জানি। যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে এবং এ হত্যাকান্ডের যারা মদদ দিয়েছে তারা একই অপরাধে অপরাধী।

যুবলীগের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এ মাসে শুধু শোক প্রকাশ করলেই হবে না, এ মাসে আরো যে আশংকাগুলো থাকে সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, আমরা ডেঙ্গু নিয়ে উদ্বিগ্ন, লন্ডনে চিকিৎসাধীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে আছেন। সেখানেও তিনি স্বস্তিতে নেই।তিনি বলেন, ডেঙ্গু মোকাবেলাকে আমরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছি। এ চ্যালেঞ্জ আমরা মোকাবেলা করবই। কারণ ডেঙ্গু আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়, আমরা এ চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার মত শক্তি রাখি। ডেঙ্গুকে আমরা মোকাবেলা করব।

বিএনপির স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবির বিষয়ে কাদের বলেন,আপনারা কি আপনাদের কাজ করেছেন, আন্দোলনে ব্যর্থ, নির্বাচনে ব্যর্থ, খালেদা জিয়া দেড় বছর ধরে কারাগারে, আপনারাতো দেড় মিনিটের জন্যও আন্দোলন করতে পারেন নি। অন্যদের পদত্যাগের দাবীর আগে বিএনপির নেতাদেরই পদত্যাগ করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।ওবায়দুল কাদের পরে আগস্ট মাসব্যাপী সংবাদ চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে ঘুরে দেখেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চালক

● প্রথম পাতার পর

জেরায় ধৃত আজাদ নাকি বলেছে, কয়লাগুলি উমরাংসো (মেঘালয়ের সীমান্ত এলাকা অসমের ডিমা হাসাও জেলা) থেকে দালালদের মারফত সে তার ট্রাকে বোঝাই করে ত্রিপুরার এক চা বাগানে পৌঁছতে যাচ্ছিল। তার ট্রাকে প্রায় ২২ টন কয়লা রয়েছে।

তিনি জানান, আজ ধৃত চালককে আদালতে পেশ করে করিমগঞ্জের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

নেশার

● প্রথম পাতার পর

শিশি বজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। জানা গেছে, কদমতলা থানায় এনে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারা বলবৎ করে মামলা রুজু করা হয়েছে। শুক্রবার তাদের ধর্মনগরের বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে।

পদ্ম

● প্রথম পাতার পর

গিয়েছে ২০৫টি আসন। ফলে, ত্রিপুরায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে ৯৬.৯২ শতাংশ আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছে।

ভর্তি ৭১ জন

তিনের পাতার পর

থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত আরও ১২ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। সবমিলে দুপুর ২টা পর্যন্ত ১৩৯ জন রোগী ভর্তি আছেন। মেডিসিন ওয়ার্ড, শিশু ওয়ার্ড, ডেঙ্গু চিকিৎসা সেল, কেবিন, আইসিইউ ও এসডিইউতেও রোগী ভর্তি আছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু সেলে ২৪২ জন রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্বিভাগে গত তিনদিনে পাঁচ শতাধিক ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন।

এখানে পর্যাপ্ত ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে শয্যা সংখ্যা ১৫০ থেকে ২০০ তে উন্নীত করা হয়েছে। ডেঙ্গু সেলের মাধ্যমে ভর্তি করা রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ, চিকিৎসাসেবা, বেড ভাড়া এমনকি আইসিইউ এবং এইচডিইউ সেবাও বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও ডেঙ্গু সেলে আসা রোগীদের প্রাথমিকভাবে সিবিসি, এনএস১, আইজিএম, আইজিএম ও আইজিজি বিনামূল্যে করা হচ্ছে। বর্তমানে আইসিইউতে তিনজন এবং এইচডিইউতে সাতজন ডেঙ্গু রোগী আছেন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

জাহিদ মালেক

তিনের পাতার পর

২৬৬ জন। বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন চার হাজার ৯০৩ জন। ডেঙ্গুতে মারা গেছেন ১৪ জন।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলায় হাসপাতালগুলোতে নতুন নতুন ওয়ার্ড খোলা হয়েছে জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, যেসব হাসপাতালে রোগী ভর্তি করা হতো না সেখানে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। প্রত্যেক জেলার সিভিল সার্জনকে ডেঙ্গু চিকিৎসার গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে। আমাদের ২৯ জন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। তারা ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক জেলায় যাচ্ছেন। ডেঙ্গু পরীক্ষায় ৬৫ হাজার কিট বিতরণ করা হয়েছে। আরও পাঁচ লাখ কিট আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।বৈঠকে উপস্থিত ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন বলেন, ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামাল দিতে আমরা সমন্বিতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ওপর আস্থা রাখুন।

রাজধানী ঢাকার ১১টি ওয়ার্ডসহ বেশ কিছু এলাকা ডেঙ্গু মুক্ত জানিয়ে তিনি বলেন, ১৪, ১৮, ২৩, ২৯, ৩৫, ৪২, ৫৫, ৫৬ নম্বরসহ ১১টি ওয়ার্ড এবং জিগাতলা, হাজারিবাগ কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা কলেজ এলাকা, নিউ মার্কেট, লালবাগ, নবাবপুর, গণকটুলী, ইসলামবাগ, বংশাল, ইংলিশ রোড, পূর্ব জুরাইন এলাকাগুলো এখনো ডেঙ্গু মুক্ত।বৈঠকে এসডিজির মূখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আতিকুল ইসলাম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ, বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, স্বাচিপ সভাপতি ডা. ইকবাল আর্সনাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ইজরায়েলের

পাচের পাতার পর

অস্ত্র আসে ভারতে। গত বছরের এপ্রিলে দুই দেশ ২০০ কোটি ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করে। যার মধ্যে রয়েছে সার্ফেস-টু-এয়ার মিসাইল, লঞ্চার ও কমিউনিকেশন টেকনোলজি।

ইজরায়েলের সেনাবাহিনী এই স্পাইক মিসাইল ব্যবহার করে। এগুলি ভূমি, আকাশ ও সমুদ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা সম্ভব। ৩০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে আঘাত করতে পারে এই মিসাইল। এছাড়া ভারত ও ইজরায়েল যৌথ উদ্যোগে একটি লং রেঞ্জ সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল তৈরি করছে, যা দুই দেশের নৌবাহিনী ব্যবহার করবে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা ভারত ও ইজরায়েলের এই চুক্তিতে রীতিমত চিন্তিত।

গেল সেনসেক্স

পাচের পাতার পর

পড়েছে। তবে কিছুটা বেড়েছে মারুতি সুজুকি, ভারতী ইনফ্রাটেল, উইপ্রো, রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং পাওয়ার গ্রিডের মতো সংস্থার শেয়ারের দাম। এদিন মোট ৫৭৫টি শেয়ারের মূল্য কিছুটা বেড়েছে।

শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ দিন কিছুটা দোলাচলে ছিল ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ। তা ছাড়া, বিনিয়োগকারীদের থেকে উচ্চ হারে কর আদায়ের নীতিও প্রভাব ফেলেছে বাজারে। তবে চলতি অর্থবর্ষেই বাজারের হাল ফিরবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

বাংলাদেশ

পাচের পাতার পর

তৎপরতা শুরু করে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি, জামায়াত-শিবির ও জঙ্গিরা। নেপথ্যে তাদের মদদ দিচ্ছে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক শক্তি। বিদেশী অশুভ শক্তির সঙ্গে গোপন যোগাযোগ আছে তাদের। সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে তাদের এ তৎপরতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটসহ উগ্র মৌলবাদী ধর্মান্ধ দল ও বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠী।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুন করে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে সেজন্য আগাম গোয়েন্দা নজরদারি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রস্তুতিসহ নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। আগস্ট শোক ও বেদনার মাস হওয়ায় নানা কর্মসূচি পালন করে আওয়ামি লিগসহ স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। এই সুযোগটা নিতে পারে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি, বিশেষ করে জামায়াত-শিবির যুদ্ধাপরাধী ও জঙ্গিরা। তাদের সহায়তা করতে পারে বিএনপিতে ঘাপটি মেরে থাকা পাকিস্তানপন্থী উগ্র মৌলবাদী ধর্মান্ধ চক্রটি। এর পেছনে কলকাঠি নাড়ে পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই, স্বাধীনতাযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তান বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে এভাবেই সক্রিয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধতন কর্মকর্তা জানান, দেশে অস্থিতিশীল ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে ইতোমধ্যেই পদ্মাসেতুতে মাথা লাগবে এই গুজব ছড়ানো হয়েছে। ফলে গণপিটুনিতে হতাহতের হিড়িক পড়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য আবার দেশ-বিদেশে ষড়যন্ত্রের জন্য সক্রিয় হয়েছে অশুভ চক্র।

ইতিমধ্যে রাজধানীর গুলিস্তান, মালিবাগে কর্তব্যরত পুলিশের ওপর হামলা, পল্টন ও ফার্মগেটে খামারবাড়ি পুলিশ বক্সের সামনে বোমা পেতে রাখার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় দায় স্বীকার করেছে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আইএস। এসব ঘটনা আইএস-এর সঙ্গে দেশি জঙ্গিদের গোপন যোগাযোগের ইঙ্গিত বহন করছে।

গৃহবধূকে

● প্রথম পাতার পর

নিক্ষেপ করেছে, দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের।

ওইদিন গৃহবধূটি বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। তখনই তাঁর উপর অ্যাসিড নিক্ষেপ করে রাজীব দেবনাথ। অ্যাসিড নিক্ষেপে তাঁর শরীরের কিছু অংশ ঝলসে গেছে। ঘটনাটি গৃহবধূর বাড়ির কাছেই ঘটেছিল। তাই তাঁর চিৎকারে সন্তানরা বেড়িয়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরলে তাঁদেরও শরীর খানিকটা ঝলসে গেছে। বর্তমানে ওই গৃহবধূ জিবি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনায় বিশালগড় মহিলা থানার ওসি শিউলি দাস এবং সাব-ইন্সপেক্টর শিপ্রা দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী বুধবার রাত দুটো নাগাদ গাবর্দি এলাকা থেকে অভিযুক্ত রাজীব দেবনাথকে গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার তাকে বিশালগড় এসডিজেএম আদালতে সোপর্দ করা হয়। পুলিশ আদালতে তার পাঁচদিনের রিমান্ডের আবেদন জানায়। আদালত তা খারিজ করে দিয়ে তাকে পাঁচদিনের জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

বলেন, রাজ্যবাসী দু"হাত তুলে বিজেপিকে আশীর্বাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, দলকে এবং দলের ভাবমূর্তিকে রাজ্যের শেকড় পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। কারণ, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের কাজকর্ম ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে। তিনি বলেন, আমি ৬০ শতাংশ ভোটে সন্তুষ্ট নই, আমি চাই ১০০ শতাংশ ভোট। এর জন্য প্রয়োজন সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ, সব-কা বিশ্বাস।"

বিপ্লব দেব আজ গ্রামীণ সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করার ওপর জোর দিয়েছেন। বিশেষ করে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে পদাধিকারীদের মনোনীত করার প্রশ্নে সর্তকতা অবলম্বন করার জন্য বলেছেন তিনি। তাঁর কড়া দাওয়াই, নিজের আত্মীয়-স্বজনের কথা না ভেবে সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষকে দায়িত্ব দিন। সাথে যোগ করেন, কিছুতেই যেন ধূর্তরা সুযোগ না পায়। এ-বিষয়ে নজর রাখার জন্য সতর্ক করেছেন বিপ্লব কুমার দেব। একই সঙ্গে তিনি নতুনদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ রাজ্যবাসীর ১০০ শতাংশ সমর্থন চান তিনি। সাংগঠনিক কাজকর্ম প্রসঙ্গে বিপ্লব দেবের কড়া নির্দেশ, নামে নয়, কাজে গুরুত্ব দিতে হবে। সব স্তরেই সততা বজায় রেখে কাজ করতে হবে।

অগ্রজ

● প্রথম পাতার পর

এলোপাথাড়ি আঘাত করেন দুই ছোট ভাই শুদ্ধধন ও গুণব্রত। কুড়োলের এলোপাথাড়ি আঘাতে ঘটনাস্থলেই পুলক চাকমার মৃত্যু হয়।

কাঞ্চনপুর থানার ওসি জানান, প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই আমরা। খবর পেয়ে এসডিপিও বিক্রমজিৎ শুক্লাদাসও ছুটে আসেন। তিনি জানান, মৃতদেহ উদ্ধার করে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ওই ঘটনায় গুণব্রত চাকমা ও শুদ্ধধন চাকমাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কাঞ্চনপুর থানার ওসি জানিয়েছেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যে খুনের ঘটনার প্রমাণ মিলেছে। আগামীকাল ধৃত দুই ভাইকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

শিবরাজ

● প্রথম পাতার পর

এদিন শিবরাজ সিং চৌহান উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল পিছিয়ে থাকার জন্য ইউপিএ অপরাধী। সেই অন্যায়ে রাহুল গান্ধীও সমানভাবে যুক্ত। তবে, এখন উত্তর-পূর্বাঞ্চল সঠিক দিশায় এগিয়ে চলেছে, সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন তিনি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার পরিবর্তন দেখে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অবস্থা মেপে নেওয়া সম্ভব। কারণ, এখন এ-রাজ্যে কৃষকরা সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করছেন। শুধু তা-ই নয়, আনারস এখন বিদেশে রফতানি হচ্ছে। সাথে যোগ করেন, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও আগের তুলনায় অনেক ভালো অবস্থায় রয়েছে। তাঁর মতে, ত্রিপুরার সৌন্দর্য পর্যটনে বিশাল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ছাত্রের

● প্রথম পাতার পর

তারা জানান, আজ বাড়িতে যাবার কথা ছিল। বাইক নিয়ে সে বাড়ির উদ্দেশ্যেই রওয়ানা হয়েছিল। সে এমবিবি কলেজের ছাত্র বলে জানান তারা। কলেজ পড়ুয়া ছাত্র নীলোৎপল সিন্হার মৃত্যুর সংবাদে তার নিজ বাড়ি খোয়াইয়ের দুর্গানগর এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এমবিবি কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

সিবিআই

আটের পাতার পর

বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট থেকে হাইকোর্ট, আদালতের দরজায় ঘুরে ঘুরে এখনকার রাজীব কুমার যেন অতীতের ছায়া'। পদস্থ পুলিশ কর্তাদের মতে, রাজীব কুমার নিজেও বুঝতে পারছেন, এত দিন তাঁর পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছেন। রাজ্য পুলিশের এক আইজি পদমর্যাদার আধিকারিক ইঙ্গিত দেন, গত কয়েক মাসে রাজীব কুমারের ব্যবহার অনেকটাই বদলে গেছে। সেই অহং ভাব আর নেই'।

মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ভি এল ধারুরকর বলেন, চিকিৎসকের পেশা একটি মহান পেশা। কলেজের পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা এই পেশাতে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন হেলথ সার্ভিসের অধিকর্তা ডা. ফণী কুমার মজমদার, মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা ডা. চিন্ময় বিশ্বাস, ডা. এন শরৎচন্দ্র সিং প্রমুখ। আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. কমল কৃষ্ণ কুণ্ডু।

অনুষ্ঠান মঞ্চে কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যয়নরত বিভিন্ন বিভাগের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার প্রদান করেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা মুখ্যমী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

আহত যুবক

আটের পাতার পর

অভিযোগ এর আগেও মুক্তার হোসেন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে দুলাল মিঞার উপর চড়াও হয়েছিল। তার আরো অভিযোগ, দুলাল মিঞা শাসক দলের সমর্থক, এবং মুক্তার হোসেন বামপন্থী সমর্থক। যার ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে এর আগেও বাকবিতন্ডা হয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার এই ঝগড়া এক অন্যরূপ নেয়। রাবার বাগানে কাজ চলাকালিন মুক্তার হোসেন, দুলাল হোসেন, দুলাল মিঞাকে রাবার গাছ কাটার ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করে, যাতে গুরুতর আহত হয় দুলাল। তার পিঠে, পেটে এবং পায়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের প্রচুর চিহ্ন রয়েছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে রাবার বাগানের মালিক আরব আলী বাগানে ছুটে গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় দুলাল মিঞাকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বর্তমানে সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। অপর দিকে অভিযুক্ত মুক্তার হোসেন প্রথম কিছুক্ষন পলাতক থাকলেও বিকেল নাগাদ মাথায় একটি আঘাতের চিহ্ন নিয়ে গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসে। তার পাল্টা অভিযোগ, প্রথমে দুলাল মিঞা নাকি মুক্তার হোসেনের উপর চড়াও হয়। সে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে দুলালের উপর আক্রমণ করে। দুজনের বাড়ি উদয়পুরের বাগমার করইয়ামুড়া এলাকায়। যদিও পুলিশ একটি মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের সাথে জন্মদিন পালন মুখ্যমন্ত্রীর আত্মজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট ।। আগরতলার অভয়নগরস্থিত অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের সাথে আত্মজা-শ্রেয়ার ১৩তম জন্মদিন পালন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্বপরিবারে আবাসিকদের সাথে দীর্ঘ সময় কাটান। আশ্রমের আবাসিকরা ফুলের তোড়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারকে বরণ করে নেয়। কেক কাটার পর মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী জায়া নিতি দেব আশ্রমের ছোট ছোট শিশুদের কেক খাইয

রোহিত-কোহালি বিতর্কে ঘি ঢেলে ইঙ্গিতপূর্ণ টুইট রোহিত শর্মার

সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে বিরাট কোহালি এবং রোহিত শর্মার মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা সরাসরি নস্যাতরে দিলেন দলের অধিনায়ক এবং কোচ। কিন্তু তাতে শেষ হয়নি বিতর্ক। বরং নতুন করে বিতর্কে ঘি পড়ে বুধবার রোহিত শর্মার করা একটি টুইটকে কেন্দ্র করে।সেখানে তিনি লিখেছেন,''''আমি শুধু দলের জন্য মাঠে নামি না। বরং মাঠে নামি দেশের জন্য।'''' সোমবারের সাংবাদিক বৈঠকের পর সহ অধিনায়ক রোহিতের এই টুইট যথেষ্টই ইঙ্গিতপূর্ণবলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।এর ফলে সাংবাদিক বৈঠকে অধিনায়ক বিরাট এবং কোচ রবি শাস্ত্রীর সমস্ত পরিশ্রমই জলে গেল বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একাংশ।সোমবার ভারতীয় দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের আগে ইউএস উড়ে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কোচ রবি শাস্ত্রী এবং অধিনায়ক বিরাট কোহালি। সেখানে তাঁরা দাবি করেন, অধিনায়ক এবং সহ অধিনায়কের মধ্যে সব কিছুই স্বাভাবিক। কিছুই হয়নি তাঁদের মধ্যে। মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে।এমনকি এক পা এগিয়ে কোচ রবি শাস্ত্রী এই ধরনের খবর করাকে ''রাবিশড'' বলেও আখ্যা করেন।প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে ভারতের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই দলে রোহিত এবং কোহালির দ্বন্দ্বের খবর প্রকাশ্যে আসতে থাকে। দলকে ইংল্যান্ডে ফেলে রেখে আগেভাগে পরিবার নিয়েরোহিত শর্মার দেশে ফিরে আসা থেকে শুরু করে রোহিত শর্মার কোহালি এবং অনুষ্কাকে ইনস্টাগ্রামেআনফলো করা এই সবই তাঁদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের খবরকে আরও জোরালো করে তুলেছে। এরপর আবার বুধবার রোহিতের এই টুইট যথেষ্টই তাতর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে। বিশ্বকাপের পরই টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টন ও ভাইস-ক্যাপ্টেনের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে। সেমিফাইনালে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর ফাইনাল পর্যন্ত বিরাটরা লন্ডনে থেকে গেলেও দু''দিন আগেই দেশের ফিরেছিলেন রোহিত শর্মা। তখন থেকেই বিরাট-রোহিতের সম্পর্কে তিক্ততা প্রকাশ্যে আসে। কিন্তু ক্যারিবিয়ান সফরের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ার আগে সাংবাদিক বৈঠকে রোহিতের সঙ্গে তাঁর তিক্ততার কথা অস্বীকার করেন ক্যাপ্টেন কোহলি। তবে বুধবার সোশাল মিডিয়ায় রোহিতের একটি পোস্ট ক্যাপ্টেন ও ভাইস-ক্যাপ্টেনের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল আরও চওড়া হল।সোমবার মুম্বইয়ে ক্যারিবিয়ান সফরের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ার আগে সাংবাদিক বৈঠকে কোহলি বলেছিলেন,''বাইরে থেকে আমি অনেক কথাই শুনেছি। কিন্তু এটা ভেবে দেখা উচিত, ড্রেসিংরুমের পরিবেশ ঠিক না-থাকলে আমরা ওয়ান ডে ক্রিকেটে উপরের দিকে থাকতে পারতাম না। ড্রেসিংরুমের পরিবেশ ঠিক না-থাকলে আমাদের সেরা পারফর্ম্যান্স বেরিয়ে আসত না। দলের এই পারফরম্যান্স সম্ভব বিশ্বাস ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর।''কিন্তু বুধবার টুইটারে বিশ্বকাপে ড্রেসিংরুম থেকে মাঠে নামার ছবি পোস্ট করে রোহিত লেখেন, ''আমি শুধু দলের হয়ে খেলি না, আমি খেলতে নামি দেশের হয়ে।'' বিরাট ড্রেসিংরুমের পরিবেশ সম্পর্কে যতই মিডিয়ার সামনে ভালো ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করুক, এদিন তাঁর ডেপুটির এই পোস্ট অন্য বার্তা বহন করে। রোহিতের এই পোস্ট তাঁদের তিক্ত সম্পর্কে যে আরও তেতো করে দিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।বিশ্বকাপে রোহিতের সঙ্গে তাঁর বিরোধ নিয়েও ক্যাপ্টেন কোহলি জানিয়েছিলেন, ''আমার মতে, এটা হাস্যকর। কিছু বিষয় ও ফ্যানটাসির মধ্যে থেকে এই ধরনের লেখাগুলো ভিত্তিহীন। কিছু মিথ্যাকে তুলে ধরার চেষ্টা। ড্রেসিংরুমে ঢুকলেই আপনার বুঝতে পারতেন সেখানে কী ধরনের পরিবেশ ছিল। আমাদের মধ্যে কোন সমস্যা নেই। এই সব লিখে কারা উপকৃত হচ্ছে, জানি না। আমরা ভারতীয় ক্রিকেটকে শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া না-থাকলে আপনি এই জাতীয় আবেগ নিয়ে খেলতে পারবেন না।''দু''দিন আগে বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছিলেন, ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুম নিয়ে যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল, তার কোনও ভিত্তি নেই। কিন্তু এই আবহে রোতিতের এই টুইট নিঃসন্দেহ অন্য বার্তা দিল। রোহিতের খোঁচা যে, বিরাটকে উদ্দেশ্য করে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।বিরাটের নেতৃত্বে ভারত বিশ্বকাপে ব্যর্থ হওয়ার পর সীমিত ওভারের ফর্ম্যাটে কোহলির পরিবর্তে রোহিতের হাতে নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দেওয়ার এটাই ঠিক সময় কিনা, তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার ওয়াসিম জাফর। তার পরই সোশাল মিডিয়ায় রোহিতের পক্ষে মতামত জানান অনেকেই। টেস্টে বিরাটের হাতে নেতৃত্ব রেখে ২০২৩ বিশ্বকাপের কথা ভেবে এখনই ওয়ান ডে এবং টি-২০ ফর্ম্যাটে রোহিতের হাতে নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দেওয়া উচিত বলে মতামত জানান অনেকেই।

জমা পড়ল ২০০০ এর বেশি আবেদনপত্র

টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ ও সাপোর্ট স্টাফের পদে বিসিসিআই দপ্তরে ২০০০ এর বেশি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরেই টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ ও সাপোর্ট স্টাফ বদলের জোরালো আবেদন উঠেছিল। তারপরই বিসিসিআই হেড কোচ ও সাপোর্ট স্টাফের পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। আর তাতে সাড়া দিয়েছেন ২০০০ এর বেশি প্রাক্তন ক্রিকেটার।তবে হেড কোচের পদে বড় নাম খুব একটা নেই। রবি শাস্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো নাম বলতে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার টম মুডি, নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন কোচ মাইক হেসন, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বিশ্বজয়ী কোচ গ্যারি কার্স্টেন ছাড়াও ২০০৭ সালে টি২০ বিশ্বকাপজয়ী টিম ইন্ডিয়ার ম্যানেজার লালচাঁদ রাজপুত ও রবীন সিং আছেন। প্রথমে শোনা গিয়েছিল শ্রীলঙ্কার প্রাক্তনী মাহেলা জয়বর্ধনে হেড কোচের পদে আবেদন করেছেন। কিন্তু খবরটি সত্যি নয়।

বিশ্বকাপজয়ী আইপিএল চ্যাম্পিয়ন এবার অবসরে! দেশের ক্রিকেটে তারকা পতন

জাতীয় দলের হয়ে বেশিদিন খেলার সুযোগ হয়নি। তবে যুব পর্যায়ে এবং আইপিএলে তিনি সুপারস্টার ছিলেন। সেই বেণুগোপাল রাও-ই এবার অবসর নিয়ে ফেললেন। ২০০০ সালে মহম্মদ কাইফের নেতৃত্বে বিশ্বকাপজয়ী স্কোয়াডের সদস্য ছিলেন। জাতীয় দলের হয়ে অবশ্য মাত্র ১৬টি ম্যাচেও ওয়ান ডে মাচে খেলেছেন। ২০০৬ সালে আবু ধাবি-তে ওয়াড ডে-তে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৬১ করেছিলেন। সেটাই তাঁর কেরিয়ারের সর্বোচ্চ স্কোর।সবমিলিয়ে ওয়ান ডে-তে ২১৮ করেছিলেন নিজের ১৬টি ম্যাচে। জাতীয় দলের জার্সিতে শেষবার খেলেছিলেন ২০০৬ সালে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সেবার গিয়েছিলেন তিনি। শেষ ম্যাচে ১১ রানের বেশি করতে পারেননি তিনি।পৃথ্বী শ-কে শাস্তি দিয়ে প্রচণ্ড বিপাকে বোর্ড! লাল চোখ দেখাল মোদী সরকারবিরাটকে প্রকাশ্যে খোঁচা রোহিতের! দুই তারকার সম্পর্ক আরও তলানিতেবেণুগোপাল রাও জাতীয় দলের হয়ে খেলার সময় (এক্সপ্রেস ছবি)জাতীয় দলের জার্সিতে তিনি প্রভাব ফেলতে না পারলেও প্রথম শ্রেণি এবং আইপিএলে চুটিয়ে খেলেছিলেন তিনি। ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ডেকান চার্জার্স, দিল্লি ডেয়ারডেভিলস এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জার্সিতে মোট ৬৫টি ম্যাচে অংশ নিয়েছেন। আইপিএলে তিনটে অর্ধশতরান সহ ৯৮৫ রান করেছেন তিনি। আইপিএল কেরিয়ার শুরু করেছিলেন ডেকান চার্জার্সের জার্সিতে। তিন মরশুম চার্জার্সের হয়ে খেলার পরে ২০১১ সালে দিল্লিতে চলে যান। ২০১৪ সালে শেষবার আইপিএলে ছিলেন তিনি। সেবার খেলেছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ হয়েই। ২০০৯ সালে ডেকান চার্জার্সের হয়েই আইপিএল জয়ী হয়েছিলেন।পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটে বেণুগোপাল রাও ১২১টি ম্যাচ খেলেছেন। ১৭টি শতরান সহ ৩০টি হাফসেঞ্চুরিও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। ৪০.৯৩ গড়ে তাঁর ঘরোয়া ক্রিকেটের রানসংখ্যা ৭০৮১। ইংল্যান্ড লায়ন্সের হয়ে ২২৮ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে। বেণুগোপালের দুরন্ত ইনিংসে ভর করেই ৫০১ রানের টার্গেট স্কোরবোর্ডে তুলে দিয়েছিল তাঁর দল।

আমাদের মেয়েও পাকিস্তানের হয়ে খেলবে", আমিরের হয়ে ব্যাট ধরলেন তাঁর স্ত্রী

পাকিস্তানি পেস বোলার মহম্মদ আমির অবসর নিয়েছেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে। তিনি অবসরনিলেন মাত্র ২৭ বছর বয়সে। তাঁর এই অসময়ে অবসর ঘোষণা ভাল ভাবে নেননি প্রাক্তন পাকিস্তানি ক্রিকেটার এবং ক্রিকেট ফ্যানেরা। এও শোনা যাচ্ছে যে, আমির টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে ইংল্যান্ডের নাগরিকত্ব নিয়ে নিতে পারেন। এই খবর ছড়ানোর পরেই আমিরের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন অনেকে।এই বিষয় নিয়ে আমির কোনও কথা না বললেও এ বার মুখ খুললেন তাঁর স্ত্রী নারজিস আমির। তিনি বলেন, ''যদিও কাউকে আমাদের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিনা, তবুও যাঁরা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁদের জন্য জানাচ্ছি, আমার স্বামী আমিরের ইংল্যান্ড বা অন্য দেশের হয়ে খেলার প্রয়োজন নেই। তিনি একজন গর্বিত পাকিস্তানি এবং সে দেশের হয়ে খেলতে ভালবাসেন। শুধু আমির নয়, আমাদের মেয়ে মিন্সা যদি ক্রিকেট খেলতে চায়, তাহলে সেও তাঁর বাবার মতো পাকিস্তানের হয়েই খেলবে। আর সেটাই আমিরের ইচ্ছা।''নারজিস আরও বলেন, ''আমির টেস্ট খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন যাতে দেশের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে বেশি করে মনোযোগ দিতে পারেন। কামনা করি আল্লাহ যেন নেতিবাচক চিন্তা করা মানুষদের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা করার শক্তি দেন।''নারজিস নিজে ব্রিটিশ নাগরিক। সেই সূত্রে আমির ৩০ মাস ব্রিটেনে থাকতে পারেন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে রবিবার জানা গিয়েছিল, পাক পেসার পাকাপাকি ভাবে ব্রিটেনে থাকার পরিকল্পনা করছেন। এই খবর ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে রোষের মুখে পড়েন আমির। সেই আগুনে ঘি ঢালেন আমির নিজেই। তিনি টুইটারে, ''আমিরের এই সন্ত্রাসবাদীদেশ থেকে চলে যাওয়া উচিত'' লেখায় লাইক দেন। যা আরও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। পাক কিংবদন্তি শোয়েব আখতারও আমিরের এই অসময় অবসর মেনে নিতে পারেননি।

বিরাট, টপকে যেতে পারেন ধোনির কীর্তি

৩ অগাস্ট থেকে শুরু হচ্ছে ভারতের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। সফরের শুরুতে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে মেন ইন ব্লু। এরপর তিন ম্যাচের ওয়ান ডে ও দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। পুরো সিরিজে একগুচ্ছ রেকর্ডের সামনে বিরাটধোনির কীর্তি ছুঁয়ে ফেলতে পারেন ভিকেভারত অধিনায়ক হিসেবে ধোনির ২৭টি টেস্ট ম্যাচ জেতার কীর্তি রয়েছে। ৬০টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে ২৭ ম্যাচ জিতেছিলেন ধোনি। সেখানে ৪৬ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করে ২৬ টেস্ট জিতেছেন বিরাট। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে আর মাত্র একটি টেস্ট জিতলেই ধোনির কীর্তি ছুঁয়ে ফেলবেন ভিকে।ভারতীয় সর্বকালীন সেরা টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার সুযোগ বিরাটেরক্যারিবিয়ান সফরে দুটি টেস্ট জিতলে অধিনায়ক হিসেবে ২৮টি টেস্ট ম্যাচ জিতে ফেলবেন কোহলি। সেক্ষেত্রে ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি টেস্ট জয়ের রেকর্ড গড়বেন তিনি। সিরিজ শুরু আগে...১)অধিনায়ক ধোনি- ৬০ ম্যাচ, জয়-২৭টিতে, হার-১৮টিতে, ড্র-১৫টি তে২) অধিনায়ক বিরাট কোহলি- ৪৬ ম্যাচ, জয়-২৬টিতে, হার-১০টিতে, ড্র-১০টি তে৩)অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়- ৪৯ ম্যাচ, জয়-২১টিতে, হার-১৩টিতে, ড্র-১৫টিতে।ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধ ব্যাট হাতে রেকর্ডের সামনে বিরাটওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে তিনটি ওডিআইতে আর মাত্র ৮৮ রান হাঁকালেই, প্রথম ব্যাটসম্যান(ওডিআই) হিসেবে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ২০০০ রানের গণ্ডি ছোঁবেন ভিকে। কেরিয়ারের ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৩৩ টি ওডিআই ম্যাচে বিরাটের এই মুহূর্তে সংগ্রহ ১৯১২ রান। ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে ৩৯ টি ওডিআই খেলে কিংবদন্তি সচিনের সংগ্রহ ছিল ১৫৭৩ রান।

"দয়া করে খেলতে দিন", আইসিসির কাছে কাতর আবেদন জিম্বাবোয়ের ক্রিকেটারদের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দয়া করে ক্রিকেটটাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার কাছে করুণ আর্তি জানালেন জিম্বাবোয়ের ক্রিকেটাররা। দুর্নীতির অভিযোগে জিম্বাবোয়ে ক্রিকেট বোর্ডকে নির্বাসিত করেছে আইসিসি। যার জেরে, এখন আর কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারছে না অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার, হেনরি ওলঙ্গা, ব্রেন্ডন টেলরদের দেশ। যা পরিস্থিতি তাতে জিম্বাবোয়েতে ক্রিকেট খেলাটাই অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। একে তো আইসিসির অনুদান নেই, তার উপর আবার বোর্ডও নির্বাসিত। তাই পারিশ্রমিক তো দূরের প্রশ্ন খেলার সুযোগটাও পাচ্ছেন না ক্রিকেটাররা। এই পরিস্থিতি বদলাতে তাই আসরে নামতে হল ক্রিকেটারদেরই। আইসিসির কাছে তাঁরা আবেদন করে জানালেন, যে কোনওভাবে তাদের খেলতে দিতে হবে। প্রয়োজনে বিনা পারিশ্রমিকেও খেলবেন তাঁরা।শর্ত না মানায় মাস খানেক আগেই জিম্বাবোয়ে বোর্ডকে নির্বাসিত করে আইসিসি। শর্ত ছিল দেশের ক্রিকেট পরিচালন ব্যবস্থায় সরকারি কোনও হস্তক্ষেপ থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি। যে কারণে, জিম্বাবোয়ে বোর্ডকে নির্বাসিত করতে বাধ্য হয় ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা। তার পর থেকেই জিম্বাবোয়ের ক্রিকেটারদের তথৈবচ অবস্থা। এই পরিস্থিতিতেও শুধু খেলাটাকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে বিনা পারিশ্রমিকে খেলতে চাইছেন তাঁরা। আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে খেলাটাই তাদের মূল লক্ষ্য। দলের এক সিনিয়র সদস্য বলছেন, ''আমরা এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চাই। প্রয়োজনে বিনামূল্যে খেলব। যদি, তাতে সমস্যার সমাধান হয়, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু, আমরা আইসিসির টি-২০ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে খেলতে চাই।''আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট না খেলতে পারলেও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে পারবে জিম্বাবোয়ে। নির্বাসনের পরেও নেদারল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেওছে তাঁরা। কিন্তু, ক্রিকেটাররা পারিশ্রমিক পাননি এখনও। দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গড়ে দেওয়া হয়েছে। এই কমিটিই ক্রিকেট সম্পর্কিত যাবতীয় কাজকর্মের দেখভাল করছে। তাঁরা জানিয়ে দিয়েছে, জিম্বাবোয়ে ক্রিকেট বোর্ডের যত কর্মী ছিল তাদের কাজে ফিরতে হবে। সামনে আফগানিস্তান সিরিজ। তাঁর আগেই সমস্যার সমাধান চাই অন্তর্বর্তী কমিটি। কিন্তু, ক্রিকেটারদের প্রাথমিক লক্ষ্য বিশ্বকাপে খেলা। তাই, আইসিসির কাছে তাঁরা আরজি জানিয়েছে, যে কোনওভাবে তাদের খেলার সুযোগ দেওয়া হোক।

শতবর্ষে পা দিল ইস্টবেঙ্গল, প্রতিষ্ঠাতার বাড়িতে কেক কেটে উতসবের শুরু

বৃহস্পতিবার শতবর্ষে পা রাখল ইস্টবেঙ্গল। ১৯২০ সালের ১ অগাস্ট, আজকের দিনেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। এরপর ৯৯ বছর পার করে আজ থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে একশো বছর শুরু। বিশেষ এই দিনে ক্লাব কর্তা থেকে প্রাক্তন ফুটবলারদের উপস্থিতিতে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চন্দ্র চৌধুরির বাড়িতে কাটা হল কেক।শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের শুরুতে এদিন ক্লাব তাঁবুতে ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চন্দ্র চৌধুরির ছবির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশেষ দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানান সুভাষ ভৌমিক, বাইচুং ভুটিয়া, অ্যালভিটোরা।ক্লাবের অনুষ্ঠানের পর ক্লাবের কর্তা, প্রাক্তন ফুটবলাররা প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চন্দ্র চৌধুরির নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের বাড়িতে হাজির হন। বাইচুং, অ্যালভিটোদের সেখানে সুরেশ চৌধুরির নাতবৌ বরণ করে নেন। কেক কেটে প্রতিষ্ঠাতার বাড়িতেই শতবর্ষে পা রাখার প্রথম দিনটি উদযাপন করা হল। সেই সঙ্গে সুরেশ চন্দ্র চৌধুরির নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের বাড়িটিকে এদিন বিশেষ স্বীকৃতি দিল ক্লাব।বিশেষ দিনে দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবে এসেছিলেন বাইচুং। পাহাড়ি বিছের সন্তানদের গায়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষের লোগো দেওয়া বিশেষ জার্সি। ক্লাবের একশো বছর শুরুর দিনে নস্ট্যালজিক হয়ে পড়েন বাইচুং।মাত্র ১৭ বছর বয়সে ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথমবার ক্লাবে আসার কথা স্মরণ করে বাইচুং বলেন, ''মাত্র ১৭ বছর বয়সে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলাম। অনামী তরুণের উপর ক্লাব সেদিন আস্থা রেখেছিল। সেই শুরু। কেরিয়ারে সবচেয়ে বেশি এই ক্লাবেই খেলেছি। ক্লাবের প্রতি আজীবন ঋণী থাকব।''

মাত্র এক উইকেট নিলেই ইতিহাস গড়বেন রবীন্দ্র জাদেজা

বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচে রবীন্দ্র জাদেজা নিতে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। বড়ো হারের দিকে এগোনো টিম ইন্ডিয়াকে রবীন্দ্র জাদেজা না শুধু জয়ের কাছে নিয়ে যান, বরং সমস্ত দেশবাসীর ভেতরে জয়ের আত্মবিশ্বাসকে আরো একবার জীবিতও করে দিয়েছিলেন। এখন ওয়েস্টইন্ডিজ সফরেও রবীন্দ্র জাদেজার উপর সমস্ত ক্রিকেট প্রেমীদের দৃষ্টি থাকবে। সেমিফাইনাল ম্যাচে খেলা ইনিংসের পর ভারতীয় সমর্থকদের দৃষ্টিতে রবীন্দ্র জাদেজার মান আগের থেকেও অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে।এক উইকেট নিতেই ইতিহাস গড়ে ফেলবেন জাদেজাওয়েস্টইন্ডিজ সফরে রবীন্দ্র জাদেজা টিম ইন্ডিয়ার এমন একমাত্র বোলার, যাকে টি-২০, ওয়ানডে আর টেস্ট দলে জায়গা দেওয়া হয়েছে। ক্যারিবিয়ান সফর অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সবচেয়ে স্পেশাল ব্যাপার তো এটাই যে ওয়েস্টইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাত্র একটা উইকেট নেওয়ার সঙ্গেই রবীন্দ্র জাদেজার নামে একটি বিশ্বরেকর্ড নথিভুক্ত হয়ে যাবে। আসলে ওয়েস্টইন্ডিজের বিরুদ্ধে যদি জাদেজা মাত্র একটা উইকেট নিতে সফল হন তো আন্তর্জাতিক স্তরে বোলার হিসেবে তিনি নিজের ৪০০ উইকেট পূর্ণ করে ফেলবেন। এখনো পর্যন্ত স্যার জাদেজা নিজের খেলা ২৩৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে মোট ৩৯৯টি উইকেট নিয়েছেন। রবীন্দ্র জাদেজা এখনো পর্যন্ত ভারতীয় দলের হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ১৯২, একদিনের ম্যাচে ১৭৬ আর টি-২০তে মোট ৩১টি উইকেট হাসিল করেছেন।হবেন বিশ্বের ৫২তম আর দেশের সপ্তম বোলার২০১৩ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতা রবীন্দ্র জাদেজা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪০০ উইকেট নেওয়ার বিশ্বরেকর্ড করা বিশ্বের ৫২তম আর দেশের মাত্র সপ্তম খেলোয়াড় হবেন। গত এক বছরে রবীন্দ্র জাদেজার খেলায় সতিই এক দারুণ উন্নতি দেখতে পাওয়া গেছে। নীচের দিকে এসে জাদেজা একজন যোগ্য আর দায়িত্ববান ব্যাটসম্যান হিসেবে সামনে এসেছেন। আর এই কথা কারো কাছেই লুকোনো নেই যে রবীন্দ্র জাদেজা যে কামাল ব্যাটিং আর বোলিংয়ে করতে তারচেয়েও বেশি কামাল তিনি তার ফিল্ডিংয়ে করে থাকেন। ওয়েস্টইন্ডিজ সফরে জাদেজা অবশ্যই এই বিশ্বরেকর্ড নিজের প্রথম ম্যাচেই হাসিল করতে চাইবেন।

NOTICE INVITING QUOTATIONS FOR HIRING OF VEHICLE ON RENTAL BASIS

Quotations, in sealed cover superscribing "Hiring of Vehicle on rental basis" for a period of 12 (Twelve) months are invited vide No.F.12 (1)-SA (Killa)/H.veh/2018-19/ 1570-88 dtd. 30-07-2019, on behalf of the Governor of Tripura, from the bonafied and resourceful quotationer of Indian National having financial stability, for one Maruti Omni/ECCO, having commercial license of his/her own name for use by the Supdt. of Agriculture, Killa Agri. Sub-Division.
Quotation will be received in the O/o the undersigned from 11.00 am to 3.00 pm on 17-08-2019 and will be opened at 4.00 pm on the same date, it possible.
The quotationer should quote the rate both in figures and words in the prescribed format which may be collected from the 0/0 the undersigned on any working day in between 11.00 am to 4.00 pm up to 48 hours of schedule date of dropping or may visit www.agri.tripura.gov.in.
read/676/19

ICA/C-676/19

Sd/- illegible,
(D. Majumdar)
Supdt. of Agriculture,
Killa Agri. Sub-Division
Killa, Gomati District.

MEMORANDUM

It has been decided that the Scholarship Calender year for the year 2019-20 in connection with uploading of application for Post-Matric Scholarship in the National Scholarship Portal (NSP 2.0) by Sch Tribe Category students of Tripura and disbursement of Scholarships would be as follows.
Online submission of application in NSP2.0 by the Students for the year 2019-20 :- 1st August 2019 to 30th November 2019
Verification of Application by the concerned Instition :- Up to 15th December ,2019
Verification of application by the concerned DWO/ SDWO:- Up to 15th January,2020
Payment of Scholarship to the ST students :- By 15th March 2020.

D.Debbarma
Jt.Director
Directorate of Higher Education
Agartala.

ICA/D-632/19-20

সন্ধান চাই

Ref : Ompi PS Case No-2019 OMP007 dt: 14/7/2019 U/S-376(D)/342/506 IPC & 4 of Pocso Act 2012.

পাশের ছবিটি পলাতক আসামী শ্রী সুভাষ চন্দ্র জমাতিয়া (২০) ওরফে শুভ চন্দ্র জমাতিয়া, পিতা-শ্রী নারারণ জমাতিয়া, সাং-তুইবাকলাই, মেলচি এডিসি ভিলেজ, থানা-অম্পি, জিলা-গোমতী ত্রিপুরা। তাং নামে অম্পি থানায় উক্ত মোকদ্দমা লিপিবদ্ধ হওয়ার দিন হইতে সে পলাতক।
উক্ত পলাতক আসামীটির সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকিলে বা তাহার বর্তমান ঠিকানা জানা থাকিলে নিম্নলিখিত টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
(প্রয়োজনে তথ্যদাতার পরিচিতি গোপন রাখা হইবে)
যোগাযোগের নম্বর :
১। এস, পি (ডি, আই, বি) গোমতী। ০৩৮২১-২২৩৫৫১/ ০৯৪০২১১৯১৩
২। ও.সি অম্পি থানা। ৮১৩১০৪৫২০৪

ICA/D-637/19-20

পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা, উদয়পুর

জাগরণ 2 August, 2019, Friday আগরতলা ২ আগস্ট, ২০১৯ ইং, ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বৃহস্পতিবার আগরতলা গভঃ মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

পাকিস্তানে বন্দি কুলভূষণের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন ভারত

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.) : আন্তর্জাতিক আদালতের রায় মেনে শুক্রবার ভারতের প্রতিনিধিকে কুলভূষণের সঙ্গে দেখা করতে দেবে পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক আদালত পাকিস্তানকে অনুরোধ করেছে, মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি বিবেচনা করা হোক। কুলভূষণের সঙ্গে ভারতের কনস্যুলেট অফিসের কর্মীদেরও দেখা করতে দেওয়া হোক। সেই মত আগামীকাল কুলভূষণের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকরা। ইসলামাবাদ থেকে নয়াদিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালতের রায় মেনে নিয়ে, শুক্রবার কুলভূষণ যাদবকে ভারতের ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। পাক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, শুক্রবার কুলভূষণের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মহম্মদ ফয়জল জানান, পাকিস্তানের হাতে বন্দি কুলভূষণ যাদবের কনসুলার অ্যাকসেসে সম্মত হয়েছে ইসলামাবাদ। ভারতকে এই বিষয়ে তথ্যও দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার এই কনসুলার অ্যাকসেস দেওয়া হয়েছে। তবে নয়াদিল্লির পক্ষ থেকে দ্রুত কোনও পদক্ষেপের আশা করছে ইসলামাবাদ। এদিকে, ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রবিশ কুমার বলেন, " আমরা এই পদক্ষেপটি নিয়ে ভাবব। কূটনৈতিক পদ্ধতিতেই আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব"।

২০১৬ সালের ৩ মার্চ পাকিস্তানের পুলিশের হাতে বন্দি হন ভারতের নৌবাহিনীর প্রাক্তন কর্মী কুলভূষণ যাদব। পাকিস্তানের দাবি, কুলভূষণ বালুচিস্তান প্রদেশে নাশকতামূলক কাজকর্ম চালাতে ঢুকেছিলেন। সেখানেই গ্রেফতার হয়েছেন।

অন্যদিকে ভারতের দাবি, কুলভূষণ ব্যবসার কাজে ইরানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পাকিস্তানের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে অপহরণ করে। ২০১৭-এর এপ্রিলে "গুপ্তচরবৃত্তি ও সন্ত্রাসবাদ"-এর অভিযোগে ৪৯ বছর বয়সী ভারতীয় নৌসেনা আধিকারিক কুলভূষণ যাদবকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয় পাক সামরিক আদালত। তাঁর সঙ্গে ভারতের দূতকেও দেখা করতে দেওয়া হয়নি। কুলভূষণের ফাঁসি রদ করার আর্জি জানিয়ে আন্তর্জাতিক কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল ভারত। গত ১৭ জুলাই আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে বলা হয়, কলভূষণ যাদবের মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করতে হবে পাকিস্তানকে। আন্তর্জাতিক আদালতের সেই রায় ছিল ভারতের কাছে বড় জয়। পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকদের দেখা করতে না দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক আদালত সেজন্য পাকিস্তানকে তিরস্কার করে। তার পরে ভারতের দূতকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিচ্ছে পাকিস্তান।

তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য রাজীব কুমারকে চার্জশিট দিতে চলেছে সিবিআই

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি.স.): তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে চার্জশিট দিতে চলেছে সিবিআই। বৃহস্পতিবার সিবিআইয়ের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'প্রাক্তন অতিরিক্ত অধিকর্তার নির্দেশে চার্জশিট তৈরি করার কাজ শুরু হয়। তিনি অপসারিত হওয়ার পর, চার্জশিট তৈরির কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে বারণ করা হয়নি। তবে জমা দেওয়া কবে হবে তা নির্ভর করছে দিল্লির কর্তাদের সবুজ সঙ্কেতের ওপর। সিবিআই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কলকাতা হাইকোর্টের এক আইনজীবী বলেন, 'রাজীব কুমারকে চার্জশিট না দিলে বিপদে পড়বে খোদ সিবিআই। কারণ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইতিমধ্যেই ওই সমস্ত অভিযোগ হলফনামা আকারে সুপ্রিম কোর্টে জমা দিয়েছে। এরপর রাজীব কুমারের নাম চার্জশিটে উল্লেখ না করলে সিবিআইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে'। কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনারের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে বলেই খবর।

সিবিআই সুত্রে জানা গেছে, শিলংয়ে পাঁচ দিন ধরে রাজীব কুমারকে জেরা করে সংগৃহীত বয়ান এবং তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতেই চার্জশিটের খসড়া ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে। সেই খসড়া কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আইন বিশেষজ্ঞরা খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত চার্জশিট তৈরি করবেন বলে সূত্রের খবর। সারদা তদন্তের সঙ্গে যুক্ত তদন্তকারীদের একাংশ জানিয়েছেন, রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে তথ্য লোপাট, তথ্য বিকৃতি, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে অসহযোগিতা, তদন্তকে বিভ্রান্ত করে রাজ্যের একাধিক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকে আড়াল করার অভিযোগ আনা হচ্ছে চার্জশিটে। সিবিআই থেকে অপসারিত হওয়ার আগে তৎকালীন অতিরিক্ত অধিকর্তা এম নাগেশ্বর রাও কলকাতায় এসেছিলেন। সেই সময় তিনি সারদা সহ চিটফান্ড তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে কথা বলেন তদন্তকারীদের সঙ্গে। তিনি সিবিআইয়ের আইনজ্ঞদের সঙ্গেও সেই সময়ে কথা বলেছিলেন রাজীব কুমারের বিষয়ে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে যা অভিযোগ তাঁরা এর আগে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামায় একাধিক বার উল্লেখ করেছেন, তার সপক্ষে তাঁদের হাতে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ আছে। সেই তথ্যপ্রমাণই তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের কাছে মুখ বন্ধ খামে জমা দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে প্রধান বিচারপতির কাছে জমা দিয়েছিলেন রাজীব কুমারকে জেরার রিপোর্টও। সেই তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই চার্জশিট তৈরি করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে সিবিআই সূত্রে। সিবিআই মনে করছে, কলকাতা হাইকোর্টে রাজীব কুমারকে নিয়ে যে মামলা চলছে তা চলুক। তার সঙ্গে চার্জশিট দেওয়ার কোনও আইনি জটিলতা নেই। গত এক মাসে প্রায় আটটি শুনানি হয়েছে ওই মামলার।

রাজ্য পুলিশ কর্তাদের একাংশের ধারনা, রাজ্য প্রশাসনেরও নজর রয়েছে সিবিআই রাজীব কুমারের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেয় তার দিকে। কলকাতার প্রাক্তন কমিশনারের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত রাজ্য পুলিশের এক কর্তা

ছয়ের পাতায় দেখুন

জমি রেজিস্ট্রির ক্ষেত্রে সদর মহকুমায় ই-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। রাজস্ব ও অর্থ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এবং এন আই সি ত্রিপুরা ইউনিটের সহযোগিতায় আজ পশ্চিম জেলার সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ই-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি ই-গ্রাস চালু করা হয়। রাজস্বমী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা ওয়েবসাইট (ttps://registration.tripura.gov.in) ই-গ্রাস-এর লিংকে ক্লিক-এর মাধ্যমে এই পদ্ধতির সূচনা করেন। তিনি ই-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চালু অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্যে এই পদ্ধতি চালু করার ক্ষেত্রে এটি হলো প্রথম ধাপ। পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্যের সবক'টি মহকুমাতেও এই ই-রেজিস্ট্রেশন ই-গ্রাস পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে সারা দেশ নানা প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রত এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে ত্রিপুরায় এখনও পুরোনো পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন সহ অন্যান্য ফি জমা করা হয়। এটা ঠিক নয়। এই উদ্দেশ্যেই রাজ্যে ই-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ই-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব বি কে সাহু। তিনি বলেন, এখন থেকে সদর মহকুমায় ট্রেজারি চালান-এর মাধ্যমে কোনও রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দেওয়া যাবে না। বর্তমানে ব্যবহৃত স্ট্যাম্প পেপার এবং ই-স্ট্যাম্প পেপার উভয় ক্ষেত্রেই ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশনের জন্য ফি অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে জমা নেওয়া হবে। যে সমস্ত গ্রাহক অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিতে অভ্যস্ত নয় তারা ই-গ্রাসের মাধ্যমে চালান সৃষ্টি করে রেজিস্ট্রেশন ফি এস বি আই-র স্থানীয় শাখায় জমা দেবেন। তিনি বলেন, ক্রমে এই পদ্ধতি সবার কাছেই সহজ হয়ে যাবে। এছাড়া এই পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রাহকদের সঠিকভাবে বোঝানোর জন্য একটি টিউটরিয়েল ভিত্তিক ডেমো ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। সেই ডেমো সাইটটি ব্যবহার করে সাধারণ জনগণ খব সহজেই রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিতে পারবেন।

অনুষ্ঠান শেষে জেলা সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের উদ্যোগে টিউটরিয়েল ভিত্তিক ই-রেজিস্ট্রেশনের ডেমো সাইটটির ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন এন আই সি-র ত্রিপুরা ইউনিটের অধিকর্তা চয়ন কুমার ধর। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক সন্দীপ এন মাহাত্মে, রাজস্ব দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল টি ডার্লং, অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব আকিঞ্চন সরকার প্রমুখ।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে গুরুতর আহত এক যুবক। বৃহস্পতিবার দুপুরে উদয়পুর মহকুমার ওয়ারেং বাড়ি এলাকায়। বিগত কিছুদিন ধরে স্থানীয় আরব আলীর রাবার বাগানে কাজ করছিলেন আটজন শ্রমিক। বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই দুই শ্রমিক দুলাল মিঞা এবং মুক্তার হোসেন এর মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। একটা সময় এই ঝগড়া হাতাহাতিতে পরিণত হয়। দুলাল মিঞার পিতা চারু মিঞার

ছয়ের পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের শাখা বাড়তে হবে মোহন ভাগবত

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি.স): পশ্চিমবঙ্গে আরএসএসের শাখা বাড়তে হবে বলে বৃহস্পতিবার কলকাতা সফরে এসে স্বয়ংসেবকদের এমনই নির্দেশ দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সর সঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত উ এদিন তিনি বলেন, হিন্দু সমাজকে শক্তিশালী হতে হবে । তাই সঙ্ঘের শাখা বাড়াতে হবে । রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন । সেখান থেকে চলে যান আরএসএসের পশ্চিমবঙ্গ কার্যালয় কেশব ভবনে । আরএসএসের দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত কার্যবাহক জিষ্ণু বসু বলেন, 'মূলত সাংগঠনিক কাজে তাঁর এই রাজ্য সফর । আরএসএসের একাধিক সাংগঠনিক বৈঠক করেন তিনি । মূলত সাংগঠনিক ব্যাপারেই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয় । তিনি আমাদের সঙ্ঘের শাখা বাড়ানোর কথা বলে যান'। কেশব ভবন থেকে তিনি সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরের দিকে রওনা দেন তিনি । সাতটা নাগাদ উড়ে যান অসমে । আরএসএস সূত্রে খবর, আজ সকাল থেকে কেশব ভবনে একাধিক বৈঠক করেন মোহন ভাগবত । খতিয়ে দেখেন দক্ষিণবঙ্গে আরএসএসের সাংগঠনিক কাজ । আরএসএসের মুখপত্র স্বস্তিকার সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত জানান, 'এটা রুটিন সফর, অসমে যাবার পথে তিনি একটু আমাদের সঙ্গে কথা বলে গেলেন উ' এদিন তাঁর সঙ্গে কেশব ভবনে দেখা করতে আসেন রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক সম্পাদক সুব্রত চট্টোপাধ্যায় । সর্বভারতীয় স্তরের পর ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গেও আরএসএসের সাংগঠনিক স্তরে পরিবর্তন হয়েছে। সঙ্ঘের তরফে সংগঠনের দক্ষিণবঙ্গের প্রান্তপ্রচারকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জলধর মাহাতোকে। এই পদে ছিলেন বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে অখিল ভারতীয় কোনও দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে আরএসএসের তরফে জানিয়েছেন জিষ্ণু বসু। উত্তরবঙ্গের প্রান্তপ্রচারক করা হয়েছে শ্যামাচরণ রায়কে। তিনি আগে দক্ষিণবঙ্গের দায়িত্বে ছিলেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রামলালকে ফিরিয়ে নিয়েছে আরএসএস। ওই পদে এখন ভি সতীশ।

রাজ্যসভায় পাশ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিল

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.) : সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভার পর এবার উচ্চকক্ষ রাজ্যসভাতেও পাশ হল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিল। বৃহস্পতিবার এআইএডিএমকের সদস্যদের ওয়াকআউট সত্বেও ধ্বনি ভোটে পাশ হয় বিলটি। ২৯ জুলাই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিল ২০১৯ লোকসভায় পাশ হয়। বিলটি নিয়ে এদিন বিতর্কের সময় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন জানিয়েছেন, নিট ইতিমধ্যেই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। ১৩টি ভাষায় সংস্থাটি পরীক্ষাও নিয়েছে। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিল পাশ হলে আগামী তিন বছরের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষা বাস্তবায়িত করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়ার জন্য গুলাম নবি আজাদকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন হর্ষ বর্ধন জানিয়েছেন, দেশের ডাক্তরি শিক্ষায় বড় ধরণের সংস্কার আনবে এই বিল। দুর্নীতিতে জর্জরিত মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ার (এমসিআই) অবলুপ্তি ঘটিয়ে নতুন সংস্থা গড়ে তোলা হবে। দুর্নীতি খতম করে দিয়ে বৃহদ হারে দেশজুড়ে ডাক্তারি শিক্ষায় আসন সংখ্যা বাড়ানো হবে। পাশাপাশি ডাক্তারি শিক্ষায় মান এবং বৃদ্ধি দুইটোই বজায় থাকবে। ডাক্তারি পড়ুয়া এবং চিকিৎসকদের জন্য কোনও ভাবেই অসুবিধা তৈরি করবে না এই বিল। উল্টে তাঁদের সহযোগিতা করতে এই বিল প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের সমস্ত চিকিৎসকদের আশ্বস্ত করে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, আমি যেহেতু নিজে চিকিৎসক তাই নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি এই বিল কোনও ভাবেই কোনও চিকিৎসকদের বঞ্চিত করতে পারবে না। পাশাপাশি চিকিৎসকদের যে সকল অভিযোগ রয়েছে তাও মন দিয়ে শোনা হবে। এমনকি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কোনও দাবি থাকলে তাও যথাযথ ভাবে শোনা হবে।

শুরু হল সকাল আটটা থেকে স্কুলের পঠন পাঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। নয়া সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্ত গুলির মধ্যে একটি অন্যতম সিদ্ধান্ত হল যে সকল বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত অর্থাৎ এক বেলা ক্লাস হয়। সেই বিদ্যালয় গুলিতে আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে সকাল ৮ টা থেকে ক্লাস শুরু হবে। আর ক্লাস শেষ হবে দুপুর ১ টা ৪০ মিনিটে।মূলত ছাত্র-ছাত্রীরা যেন দিনের বাকি সময়টা সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারে তার জন্য এই সিদ্ধান্ত। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃহস্পতিবার থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের এই নয়া সময় সূচি আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু হয়েছে। এইদিন রাজধানীর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সকাল ৮ টা থেকে ক্লাস শুরু হয়। উমাকান্ত একাডেমী, বানী বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মতো বনেদি স্কুল গুলিতেও এইদিন সকাল ৮ টা থেকে ক্লাস শুরু হয়। সকাল সকাল এইদিন ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে উৎসাহের সাথে উপস্থিত হয়। বানী বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা যশোদা রিয়াং জানান ছাত্রীদের উপস্থিতির হার অন্যান্যদিনের মতো স্বাভাবিক। কারো কোন আপত্তি নেই।ছাত্রীদের প্রেয়ারের লাইনে বলা হয়েছে ১ টা ৪০ মিনিটে বিদ্যালয় ছুটির পর বাকি সময়টা সঠিক ভাবে কাজে লাগানোর জন্য।

গুণগতমান সম্পন্ন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করার উপর সরকার সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। রাজ্যের জনগণের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য এবং গুণগতমান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করাই হলো রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ। রাজ্যের নতুন সরকার সেই দিশাতেই কাজ করছে। আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের কার্ল ল্যাণ্ডস্টেইনার অডিটোরিয়ামে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ১৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসের উদ্বোধন করে মুখ্যমী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, চিকিৎসা পেশায় যারা এসেছেন তাদের মনস্থির করতে হবে যে তারা দেশের জন্য নিবেদিত। চিকিৎসকদের পারদর্শিতার পাশাপাশি দায়বোধ নিয়ে কাজ করতে হয়।

মুখ্যমী বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে ২৫টি আসন বদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে নতুন বিভিন্ন বিভাগ চালু করা হয়েছে। জিবি হাসপাতাল এবং আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের পরিকাঠামোকে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা সভা করে বিভিন্ন ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে আধুনিক যপাতি ব্যবহার খব জরুরি। রাজ্য সরকার সেই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে। পাশাপাশি বর্তমানে যে পরিকাঠামো রয়েছে তার সঠিক ও সফল রূপায়ণের মাধ্যমে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করার জন্য রাজ্যের চিকিৎসকদের কাজ করতে হবে।

মুখ্যমী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে গুণগত শিক্ষা ও গুণগতমান সম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর। রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে টেট-এর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। বিগত সরকার রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানে সঠিক কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার গুণগত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের আপোষ করবে না।

মুখ্যমী বলেন, আমাদের দেশের প্রধানমী ত্রিপুরার উন্নয়নে বিশেষ দষ্টি দিয়েছেন। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ এই তিনটি রাজ্যের পাশাপাশি ত্রিপুরার অর্থনৈতিক প্রবদ্ধির হার বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছেন। কারণ ত্রিপুরা যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত হয় তবেই রাজ্যটি সব দিক দিয়ে এগিয়ে যাবে। রাজ্য সরকার সেই লক্ষ্য নিয়েই বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে।

মুখ্যমী বলেন, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ রাজ্যবাসীর গর্ব। এই কলেজকে দেশের মধ্যে সর্বোত্তম কলেজে পরিণত করতে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সকলকেই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রত্যেককে তার নিজ নিজ দায়িত্ব পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে। তবেই ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্যে পরিণত করার জন্য রাজ্য সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা বাস্তবায়িত হবে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করার জন্য রাজ্য সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত সকলকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমী।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস বলেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যারা স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসেন তাদেরকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে। চিকিৎসকদেরও রোগীদের সমস্যার কথা মনযোগ ও ধৈর্য সহকারে শুনতে হবে। চিকিৎসকদের সঙ্গে রোগীদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠলেই

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।